উইঘুর মুসলিমদের ৬৩০ গ্রামের নাম পালটে দিল চিন

সারে-জমিন

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কেড়ে নিল বিউটির জীবন

রূপসী বাংলা

সংসদীয় রাজনীতিতে অপাংক্তেয় হচ্ছে সংখ্যালঘুরা

সম্পাদকীয়

মদিনায় নবী করিম সা.-এর প্রথম ঈদ উদযাপন যেভাবে

দাওয়াত

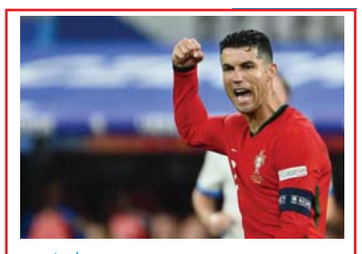

ইউরো কাপে শেষ মুহূর্তের গোলে নাটকীয় জয় পর্তুগালের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২০ জুন, ২০২৪
৭ আষাঢ় ১৪৩১
১৩ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 165 ■ Daily APONZONE ■ 20 June 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

অনিয়মের অভিযোগে নেট পরীক্ষা বাতিল করল ইউজিসি

আপনজন ডেস্ক: ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত ইউজিসি-নেট জুন ২০২৪ পরীক্ষা গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পরীক্ষা অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগের কারণে বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষাটি ওএমআর (কলম এবং কাগজ) মোডে হয়েছিল এবং বিভিন্ন শহরে দুটি শিফটে অনুষ্ঠিত হয়। ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার কিছু তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষায় 'প্রশ্ন ফাঁস' সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়টি নজরে আনায় শিক্ষা মন্ত্রক ইউজিসি-নেট জুন ২০২৪ পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য করে। নতুন করে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হবে এবং বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরই এনটিএর তত্ত্বাবধানে জুন ও ডিসেম্বর মাসে ইউজিসি নেট পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ' প্রদান ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' নিয়োগের জন্য যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা হল ইউজিসি নেট।

নিউ টাউনের হাসপাতালে চোখ পরীক্ষা করালেন মমতা

আপনজন ডেস্ক: বুধবার বিকেলে নিউ টাউনের এক বেসরকারি হাসপাতালে চোখের সমস্যঅর করানে চক্ষা পরীক্ষা করাতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকাল ৪ টে ৫ নাগাদ আচমকাই নিউটাউনের শংকর নেত্রালয়ে আসতে দেখা যায় তাকে। কিছুক্ষণ থেকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান তিনি। সূত্রের খবর, চোখের চিকিৎসা করতে তিনি যান হাসপাতালে। তার চোখের চেকআপ করাতে চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুজাতা গুহ তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই চশমা ব্যবহার করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আজকে কিসের জন্য চোখের চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন তা জানা যায়নি। কিন্তু এটি মনে করা হচ্ছে তার চোখের পরীক্ষা করাতে তিনি আসেন। এদিন শংকর নেত্রালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কড়া। হাসপাতালের রোগীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ব্যাপক পুলিশি প্রহরা ছিল। যেহেতু এটি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হাসপাতাল সফর, তাই তিনি এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কোন মন্তব্য করেননি।

বাংলার মন্ত্রীদের সঙ্গে অস্ট্রেলীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বৈঠক করতে দিল না কেন্দ্রীয় সরকার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই কমিশনারকে পশ্চিমবঙ্গের তিন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ার পর বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনার নিকোলাস ম্যাককাফ্রের ১৮ থেকে ২১ জুনের মধ্যে কলকাতা ও সুন্দরবন সফর করার কথা ছিল। এই সফরে তিনি বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, বিদেশ মন্ত্রকের ওশেনিয়া ডিভিশন হাই কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, মন্ত্রীদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার অনুরোধ অনুযায়ী বৈঠকের সুপারিশ করা হয় না। যদিও একই সময়ে বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও জওহর সরকারে সঙ্গে অস্ট্রেলীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের ওশেনিয়া বিভাগের 'রাজনৈতিক দিক থেকে কোনও আপত্তি ছিল না'। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, ডেপুটি হাইকমিশনার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বাংলায় আসেননি এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি না মেলায় তৃণমূল সাংসদরা তার সঙ্গে দেখা করেননি।

যদিও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্য আলোচনার প্রেক্ষাপটে সহযোগিতার সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রগুলি অনুসন্ধানের জন্য বৈঠকের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, তারা অস্ট্রেলিয়ান কূটনীতিককে পারস্পরিক নীতির ভিত্তিতে যথাযথ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়েছে। তারা বলেছে, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারকে অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রীদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের এক মুখপাত্র বলেন, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শক্তিশালী কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বন্ধন। আমাদের দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া সংযোগ জোরদার করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার কূটনীতিকরা নিয়মিত ভারত জুড়ে ভ্রমণ করেন। আমাদের কর্মকর্তারা যখন ভ্রমণ করেন তখন আমরা কর্মসূচির নির্দিষ্ট বিবরণ সম্পর্কে মন্তব্য করি না।

অস্ট্রেলীয় কূটনীতিককে বাংলার মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি না দেওয়ায় কেন্দ্রী সরকারের সমালোচনা করেছেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। তিনি বলেন, এটা বাংলার প্রতি বিদ্বেষ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ 'সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী' এবং 'বাংলাকে পেছনে ফেলার' চেষ্টা। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া শরিকদের সঙ্গে আলোচনার পর তারা সংসদে এই 'গুরুতর ইস্যু' হিসেবে তুলে ধরে একে 'আর্থিক সন্ত্রাসবাদ' বলে সোচ্চার হবেন সংসদে।

সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষ ও আরেক সাংসদ সাকেত গোখলে দাবি করেন, রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঘোষ বলেন, যে সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরা বিদেশে যেতে চান, তাদের আটকানো হচ্ছে নোংরা মনোভাবের কারণে যা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

মোদির 'পরীক্ষা পে চর্চা'র খরচ ৬ বছরে বৃদ্ধি হল ১৭৫ গুণ

আপনজন ডেস্ক: আরটিআই (তথ্যের অধিকার আইন) আইনে বলা হয়েছে, পড়ুয়াদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'অনন্য উদ্যোগ' 'পরীক্ষা পে চর্চা'র জন্য গত ছয় বছরে মোট খরচ বেড়েছে প্রায় ১৭৫ শতাংশ। ২০১৮ সালে প্রথম সংস্করণের জন্য সরকার ৩.৬৭ কোটি টাকা এবং ২০২৩ সালে ১০.০৪ কোটি টাকা ব্যয় করেছিল। মানবাধিকার কর্মী কানহাইয়া কুমারের চাওয়া প্রতিক্রিয়া অনুসারে, এই কর্মসূচিতে সরকারের ব্যয় ছিল ২০১৯ সালে ৪.৯৩ কোটি টাকা, ২০২০ সালে ৫.৬৯ কোটি টাকা, ২০২১ সালে ৬ কোটি টাকা এবং ২০২২ সালে ৮.৬১ কোটি টাকা। যদিও ২০২৪ সালের জন্য ব্যয়ও চাওয়া হয়েছিল, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ দাবি করেছে যে এই অনুষ্ঠানটি এখনও শেষ হয়নি, যদিও প্রধানমন্ত্রী মোদি ২৯ শে জানুয়ারী ২০২৪ এ নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা পে চর্চার সপ্তম সংস্করণে 'পরীক্ষা যোদ্ধাদের' সাথে দেখা করেছিলেন। বার্ষিক আলাপচারিতার ষষ্ঠ সংস্করণটি ২৭ জানুয়ারি দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চার সন্তান থাকা ভালো, মত আরএসএস নেতা সতীশের

আপনজন ডেস্ক: বিশেষ ভাষণের জন্য পরিচিত আরএসএস নেতাদের একজন সতীশ কুমার অধিক সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আরএসএস প্রচারক সতীশ কুমার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে মানুষের অধিক সন্তান হওয়া উচিত। তিনি বড় পরিবারের পক্ষে সওয়াল করেন। তার বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আইন করার দাবি উঠেছে।

ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জয়পুরে একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ সাহা সংগঠক (সহকারী সংগঠক) সতীশ কুমার জিডিপি নিয়ে এই বক্তব্য দেন।

তিনি বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে যে দেশে তরুণদের সংখ্যা কম সেসব দেশে জিডিপি কমেছে। তাই আমাদের দেশে তরুণদের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত।

আরএসএস নেতা সতীশ কুমার বলেন, পরিবারকে ছোট না করে বড় ও সমৃদ্ধশালী হতে হবে। আমি ৫ বা ৬ সন্তান থাকার পক্ষে নই তবে আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকতে হবে। চার সন্তান থাকা একটি ভাল জিনিস। আমি গবেষণার ভিত্তিতে বলছি।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার মানিকচকে নিকাশি নালা কাজের কারচুপির অভিযোগ উঠেছে মালদার মানিকচকের গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান মুকুন্দ সরকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী খোদ তৃণমূলের সহ-সভাপতি শেখ সাহেব। নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুমড়িতে চারটি ড্রেন তৈরি পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বরাদ্দ হয় লক্ষাধিক টাকা। এরমধ্যে দুটি কাজ সম্পন্ন হলেও। শেখ সাহেবের বাড়ি থেকে মনার বাড়ি এবং নাবুলের এর বাড়ি থেকে সোনার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেনের কাজ না করেই আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং প্রধান। শেখ সাহেবের অভিযোগ, নুরপুরের খুমড়ি এলাকায় মোট চারটি ড্রেনের কাজ ছিল। এর মধ্যে দুটি কাজ করে বিল তোলা হয়েছে। কিন্তু সাহেবের বাড়ি থেকে মনার বাড়ি দুই লক্ষ এবং নাবুলের বাড়ি থেকে সোনার বাড়ি পর্যন্ত তিন লক্ষ অর্থাৎ মোট পাঁচ লক্ষ টাকা কাজ না করেই আত্মসাৎ করেছে পঞ্চায়েত ইএ। এই কাজে সহযোগিতা করেছে তৃণমূলের প্রধান মুকুন্দ সরকার। আমরা কাজ চাই। কাজ না হলে আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দ্বারস্থ হব।

স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ সানাউল বলেন আমাদের বাড়ির সামনে ড্রেনের কাজ হয়নি। আমরা ইন্টারনেটে দেখেছি। কাজ না করে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাই পঞ্চায়েত প্রধান এবং ইএ জড়িত রয়েছে।

নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মুকুন্দ সরকারের সাফাই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। কাজ করে তবেই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। নিকাশের ব্যবস্থার কাজ হয়েছে। যে কাজ হয়েছে তারই একমাত্র বিল ছাড়া হয়েছে।

পাম্প হাউসের সূচনা আমতায়

আপনজন: বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য নবনির্মিত পাম্প হাউসের শুভ সূচনা হল বুধবার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের থলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের থলিয়া গ্রাম ও বিনলা কৃষ্ণবাটি অঞ্চলের নিশ্চিন্তপুরে। পাম্প হাউসের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল প্রমুখ। ছবি ও তথ্যে-সুরজীৎ আদক।

মুম্বাইয়ে ট্রেন থেকে নিখোঁজ মালদার পরিযায়ী শ্রমিক

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ঈদুজ্জোহার আগে মুম্বই থেকে বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মিসকিনপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা পরিযায়ী শ্রমিক আসগর আলি। কিন্তু ৭ দিন পরও বাড়ি ফেরেননি তিনি। ট্রেন থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন পরিযায়ী ওই তরুণ। অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোনও খোঁজ মিলছে না। এমনকী তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ। ফলে বাধ্য হয়ে ছেলের খোঁজে পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন বাবা। বছর কুড়ির আসগর দু'মাস আগে মুম্বইয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যান। সঙ্গে যায় তাঁর দুই ভাই। ঈদুজ্জোহায় বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁর। সেইমতো ১৩ জুন হাওড়া মেল ধরে বাড়ি ফিরছিলেন।

১৪ তারিখ রাত ১০ টায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। ১৫ তারিখ সকালে বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল আসগরের। কিন্তু গত ৭ দিন ধরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের সন্দেহ ট্রেনের মধ্যে কেউ নেশাজাতীয় কোনও কিছু খাইয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে আসগরকে আটকে রেখেছে। তাঁর মোবাইলও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নিখোঁজ যুবকের বাবা কালু আলি বলেন ১২ জুন বড় ছেলে আসগর ও ছোট ছেলে ইকবাল মুম্বই থেকে বাড়ি ফেরার জন্য স্টেশনে আসে। আসগরের কাছে টিকিট না থাকায় ইকবাল ট্রেনে ওঠে। আসগর পরের দিনের ট্রেন ধরে। ট্রেনে উঠে বাড়িতে ফোনও করে। ছোট ছেলে বাড়ি ফিরলেও বড় ছেলে বাড়ি ফেরেনি। ১৪ তারিখ রাত ১০ টায় অচেনা নম্বর থেকে আমার ছোট ছেলের মোবাইলে ফোন আসে। হিন্দিতে বলে 'আপনার ছেলে ভুল জায়গায় চলে এসেছে। তাকে আর খুঁজে পাবেন না।'

তারপর ফোন কেটে যায়। এরপর বারবার ওই নম্বরে ফোন করার পরও আর পাওয়া যায়নি। আসগরের বাবা পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন।

মদ্যপ যুবকের হাতে স্বাস্থ্যকর্মীর শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কেশপুর

আপনজন: স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিউটিতে গিয়ে মদ্যপ যুবকদের হাতে শ্লীলতাহানির শিকার হলেন কেশপুরের মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জনমানসে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে। জানা গেছে, শ্লীলতাহানির শিকার হওয়া ওই আদিবাসী স্বাস্থ্যকর্মী পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপুর ব্লকের ৪ নম্বর অঞ্চলের দাদপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত রয়েছেন। স্বাস্থ্যকর্মী তথা মহিলার স্বামী জানান, গত ১১ তারিখ গোলাড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যপ্তরের নির্দেশে তিনি গিয়েছিলেন কর্তব্য পালন করতে। সেখানেই এক মদ্যপ যুবক এসে বলে বলে আমার গোপন অঙ্গের চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মী বলেন এখানে প্রসূতি মায়ের চিকিৎসা করা হয়।আপনার যা সমস্যা তাতে বড় চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।সেই সময় ওই যুবক বলে এখানেই চিকিৎসা করাতে হবে। এরপর যুবকের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হন ওই স্বাস্থ্যকর্মী। তারপর স্বাস্থ্যকর্মীর চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয়রা চলে আসায় নিজেকে সুরক্ষিত করেন ওই স্বাস্থ্যকর্মী। ঘটনাক্রমে ওইদিন এই গ্রামে কালীপুজো হচ্ছিল তাই পুলিশ প্রশাসনও সেখানে ছিল। খবর পেয়ে পুলিশও পৌঁছায় সেখানে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আটক করে নিয়ে যায়। পরের দিন ওই স্বাস্থ্যকর্মীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারপর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগকারীনি স্বাস্থ্যকর্মী। নিজের নিরাপত্তাহীনতার কথা জানান তিনি। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলেও এক সপ্তাহ কেটে গেলেও কোন ব্যবস্থা হয়নি। তাই ১৮ ই জুন মঙ্গলবার বেলা একটা নাগাদ কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছায় কেশপুর ব্লকের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাদের সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে একটি বৈঠক করেন তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে তাদেরকে কাজের জায়গায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

অরণ্য সপ্তাহ নিয়ে সভা বারাসতে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন প্রতি বছরের মতো এবারও ১৪ থেকে ২০ জুলাই এক সপ্তাহব্যাপী বন বিভাগের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ পালন করতে চলেছে।উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন।

এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে এবং জেলা জুড়ে সবুজায়নের বাতাবরণ আরও বেশি করে ত্বরান্বিত করতে বুধবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর পৌরোহিত্যে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিগত দিনে বন বিভাগের কাজকে বিস্তার লাভ করতে আধিকারিক থেকে বন কর্মীরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজায়নের ভাবনাকে আরও বেশি শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে এবং সুন্দরবনের বাদাবনে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর বলে জানান কর্মকর্তারা।এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী,সহকারী সভাধিপতি বীণা মন্ডল,বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,অতিরিক্ত বন বিভাগীয় আধিকারিক আকিব আলম,জেলা পরিষদের উপসচিব, অতিরিক্ত উপসচিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

ঈদে ঘরে ফেরা হল না বিউটি বেগমের, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কেড়ে নিল জীবন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ঘরে ফেরা হল না বিউটির। আশা ছিল গোটা পরিবারের সঙ্গে ঈদ পালন করবেন। সেই আশা আর পূরণ হলো না । চলে যেতে হল পরপারে রেখে গেলেন পরিবার । রেল দপ্তর ক্ষতিপূরণ দিয়ে আর কত দিন দায় সারবে রেল প্রশ্ন তুলছে পরিবার পাড়া প্রতিবেশীরা।ঘড়িতে তখন রাত আড়াইটা পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইটাচাঁদার বাড়িতে এলো বিউটি বেগমের নিথর দেহ।

স্বজন হারানো কান্নার আওয়াজে গোটা পাড়া বিহ্বল ।

সোমবার ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গুসকরার বিউটি বেগমের। এক নিমেষে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ পরিণত হয়েছে বিষাদের সুরে। সোমবার ছিলো ইদুজ্জোহা, আনন্দের উৎসব আর তাতেই সামিল হয়ে পরিবারের সঙ্গেই থাকতে চেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে তড়িঘড়ি ট্রেন ধরেছিলেন বিউটি।

তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে। সোমবার তা বাতিল থাকায় বিউটির স্বামী বলেছিলেন মঙ্গলবার যাওয়ার কথা। কিন্তু উৎসবের দিনে নিজের পরিবারের সঙ্গেই থাকতে চেয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় উঠেছিলেন তিনি।

স্বামীকে ফোন করে বলেছিলেন

ট্রেন ছেড়েছে,সিট পেয়েছেন । তারপর ই আসে ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনার খবর। জলপাইগুড়ি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরত্বে দুর্ঘটনাস্থলে বেলা ১২ টার কিছু সময় পর পৌঁছান বিউটির স্বামী হাসমত শেখ ও তার সহকর্মী শেখ তারিক আনোয়ার।

এরপরই তারা সেখানে বিউটির খোঁজ না পেয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পৌঁছান। ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে খুঁজে না পেয়ে, বিউটির ছবি দেখে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ পরিবারকে জানায় বিউটির মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থল থেকেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তার দেহ হাসপাতালের মর্গে আসে। পরে মর্গ থেকেই তার স্বামী বিউটি দেহ শনাক্ত করেন ।

দেহ আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার পরিজনরা। আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই শেষ দেখা দেখতে আসছেন। পাশাপাশি মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত প্রশাসন বা রেলদফতর থেকে কোনও প্রতিনিধিকে দেখা যায়নি মৃতার বাড়িতে। স্বামী হাসমত শেখ বলেন,"জলপাইগুড়ি থেকে দেহ নিয়ে আসতে হয়েছে নিজেদের দায়িত্বে। রেল বা রাজ্য সরকার থেকে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়নি।"

একমাস আগে স্বামীর কর্মস্থলে গিয়েছিলেন গুসকরার বিউটি খাতুন শেখ নামে ওই বধূ। ঈদের দিন সোমবার তিনি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন ধরেছিলেন। আর ওই অভিশপ্ত ট্রেনের পিছনের কামরাতেই ছিলেন তিনি। স্টেশন ছেড়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা হয়। সেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় গুসকরার ওই মহিলার। তারপর জলপাইগুড়ি হাসপাতালে দেহ শনাক্ত করেন হাসমত শেখ। ময়নাতদন্তের পর রাতেই সেখান থেকে দেহটি নিজেদের গাড়িতে চাপিয়ে রওনা দেন। এদিন ভোরে দেহটি এসে পৌঁছায়।

বিউটি বেগমের ভাই শেখ আনোয়ার বলেন - " সাড়া দিন ধরে দিদিকে খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু পায়নি। দুর্ঘটনাস্থল হাসপাতালে গিয়ে বার বার করে দেখার পর অবশেষে হাসপাতালে মর্গে দিদির দেহ দেখতে পাই। রেলের তরফে থেকে সাহায্য হিসেবে কিছুই পাইনি, রাজ্য পুলিশ যদিও বা অল্প কিছু সাহায্য করেছে। আমরা ব্যক্তিগত গাড়িতে করেই দিদির দেহ নিয়ে আসতে চাইলে মাটি দেওয়া থানার পুলিশ একটি চালান দেয় । কিন্তু রেলের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য বা সদর্থক ব্যবহার পাই নি " ।

তার আরো প্রশ্ন রেলের এই ব্যবহারে তারা খুশি হবেন কী করে। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলছেন একটা জীবনের দাম মাত্র কয়েক লাখ টাকায় মেলানো যায়।

এভাবে আর কতদিন যাত্রী নিরাপত্তার প্রশ্ন শিখিয়ে তুলে, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের অংক দিয়ে হিসাব মেলাবে ভারতীয় রেল। ভোরের আজানের সঙ্গেই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বজন হারানো কান্নায় বাতাস ভারী হচ্ছে ।

সাধারণ মানুষ বুলেট ট্রেন নয় চাইছে নিরাপত্তা সহজ স্বাভাবিক ভাবে ট্রেন চলুক মানুষের জীবন বাঁচুক কিন্তু পেছনে কার কথা। রেলের নিরাপত্তা সেই তিমিরেই থাকবে ।

গঙ্গাসাগরে বেহাল বাঁধ পরিদর্শন বিধানসভার স্টেয়ারিং কমিটির

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: সামনে বর্ষাকাল, তার উপরের গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন নদী বাঁধের বেহাল দশা। সেই সমস্ত জায়গার নদী বাঁধের যে বেহাল দশা খতিয়ে দেখার জন্য বুধবার দিন বিধানসভার ট্রেনিং কমিটি ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী ঘুরে দেখেন।

লোকসভা ভোটের আগে মথুরাপুর সাংসদ বাপি গঙ্গাসাগর হালদার এলাকার মানুষের কাছে জানিয়েছিলেন তিনি জেতার পরে তাঁর প্রথম কাজ হবে এলাকার নদীর বাঁধ । সেইমতো নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষের দুঃখ মোচন করা কথা দিয়েছিল সেই সঙ্গে নদী বাঁধগুলো যাতে ভালো হয় সেগুলো দেখবেন।

সেই কথা রাখতে বিধানসভার কমিটির সঙ্গে তিনি নদী বাঁধ পরিদর্শন করেন সঙ্গে ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা।

উল্লেখ্য বিধানসভার এই যে নজন কমিটি তার মধ্যে বিরোধী দলের ১ জন বিধায়ক সহ ৮ জন বিধায়ক ও মন্ত্রী ও মত্রাপুরের সাংসদ ছিলেন সুন্দরবন ডেভলপমেন্ট এবং স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, সহ মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র

হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার , ডায়মন হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার ঘুরে দেখেন সাগরের মুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকার কচুবেড়িয়া গঙ্গাসাগরের চাপাতলা গ্রাম ঘুরে দেখেন। বৃহস্পতিবার দিন নামখানার নারায়ণপুর মৌসনি কাকদ্বীপ এলাকায় ঘুরে দেখবেন বিধানসভার স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা। এদিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার বলেন সুন্দরবন এলাকার নদীমাতৃক এলাকায় যে সকল বাঁধ আছে বর্ষার আগে যতটা সম্ভব রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কাজ হবে। ইরিগেশন দপ্তর এর আধিকারিকরা সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শনের পর কোন কোন জায়গায় আগে কাজ করা দরকার সেগুলোকে আইডিন্টি করার পর কাজ শুরু হবে।। এদিন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন কেন্দ্র সরকার কে বারবার বলার পরেও এ রাজ্যের সুন্দরবনের জন্য যে নদীর বাঁধ মেরামতের এবং কংক্রিটের জন্য বলা হলেও কোন অর্থ বরাদ্দ করেনি। তাই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবারে ভাঙ্গা ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলোকে যাতে দ্রুত গতিতে বর্ষার আগে সারানো যায় তার ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র সরকার সুন্দরবনের মানুষের কথা ভাবেনা এদের ভোটের সময় দেখা যায় সুন্দরবন এলাকার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের পাশে দাঁড়ানোর কোন চিন্তা ভাবনা নেই। কেবল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত, মানব ধর্মের জন্য কিছুই করতে চান না এই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত কালিয়াচকের এক পরিবারের চারজন

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সোমবার ভয়াবহ কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কালিয়াচক তিন ব্লকের কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাহাদুরপুরের গোবিন্দ হালদার পাড়ার বাসিন্দা একই পরিবারের চারজন। দুর্ঘটনার পর তাদের ভর্তি করা হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আহতরা হলেন ইন্দ্রজিৎ মন্ডল ৩৭ তার স্ত্রী পুতুল মন্ডল ৩২ রয়েছে তার পুত্র শিবা মন্ডল সাত বছর এবং মেয়ে সৃষ্টি মন্ডল মাত্র চার বছর বয়স। ওই পরিবার দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তাদের ট্রেনের ঝাকানি এবং আঘাতে আঘাত পেয়েছে শরীরে এবং মাথায় বলে জানা গেছে।

বিকেল বেলায় ফোন করে পরিবারকে স্বয়ং জানান ইন্দ্রজিৎ মন্ডল ।

ইন্দ্রজিৎ মন্ডল পেশায় একজন চাষী তিনি চাষবাস করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। ঘটনার খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন পরিবার পরিজন রাতেই ছুটে

যান হাসপাতালে। এই দুর্ঘটনার খবর মালদার বৈষ্ণব নগরের গ্রামে আসতেই সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়ক চন্দনা সরকার ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, বিডিও সুকান্ত শিকদার, বৈষ্ণবনগর থানার আইসি সহ অন্যান্যরা।

চন্দনা সরকার জানান, দুর্ঘটনায় আমার সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার একই পরিবারের চারজন আহত হয়েছেন। আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে তার জন্য আমাদের তরফের চেষ্টা এবং সহযোগিতা যতটুকু করণীয় আমরা ও রাখছি।

ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে ছুটে গেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং বাড়ির সদস্যরা এ কথা জানিয়ে সুমিতা মন্ডল বাড়ির এক গৃহবধূ জানান, আমার জা ও ভাসুর তার ছেলে মেয়ে দীক্ষা নিয়ে ফেরার সময় ট্রেনে দুর্ঘটনায় পড়েন। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বিকেল চারটার সময় ভাসুর নিজেই ফোন করে জানায় এই দুর্ঘটনার কথা। সুস্থ হলেও তাদের শারীরিক সমস্যা রয়েছে। শরীর মাথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে । আমার জায়ের মাথায় আঘাত লেগেছে কথা বলতে পারছে না বলে জানতে পারছি।

রায়গঞ্জে মনোনায়ন জমা দিলেন কংগ্রেস প্রার্থী

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: আগামী ১০ জুলাই রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে চলা উপনির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত মনোনীত হয়েছেন। বুধবার তিনি জেলা শাসক দপ্তরে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। সকাল থেকেই কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মহিত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি মিছিল জেলা শাসক দপ্তরের দিকে রওনা হয়। মিছিলটি ছিল কংগ্রেসের পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত। মোহিত সেনগুপ্ত সমর্থকদের উল্লাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। মহিত সেনগুপ্তের এ বিষয়ে জানান রায়গঞ্জের মানুষের সেবা করার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কংগ্রেসের প্রতি জনগণের আস্থা ও সমর্থনে আমরা এই উপনির্বাচনে জয়লাভ করবো এবং রায়গঞ্জের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবো। মিছিলে উপস্থিত দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মনোনয়ন দাখিলের পর মোহিত সেনগুপ্ত সমর্থকদের সঙ্গে মিলে আগামী নির্বাচনে জয়লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রায়গঞ্জে কংগ্রেসের প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্তের মনোনয়ন দাখিল অনুষ্ঠানটি ছিল এক উৎসবমুখর ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা। কংগ্রেস সমর্থকদের উল্লাস ও সমর্থনে মোহিত সেনগুপ্ত আত্মবিশ্বাসী। এখন সবাই অপেক্ষায় রয়েছে ১০ জুলাইয়ের নির্বাচনী ফলাফলের জন্য।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাংসদ সায়নীর নির্দেশে পানীয় জল বিতরণ পথের মানুষকে

বাবলু প্রামানিক ● যাদবপুর

আপনজন: লোকসভা ভোটের পর সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় আছেন, এই বার্তা দিতে যাদবপুরের সাংসত সায়নী ঘোষের নির্দেশে গ্রীষ্মের দাবদহে পথ চলতি মানুষের সুবিধার্থে পানীয় জল ও ঠান্ডা জুস তুলে দিল জয়হিন্দ বাহিনী। বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ বাঘাযতীন স্টেশন সংলগ্ন দু'নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন অফিস প্রাঙ্গণের জুস ও পানীয় জল বিতরণ করেন। প্রায় ৪০০০জন পথ চলতি মানুষের হাতে তুলে দিলেন। এ বিষয়ে জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পল্লব কান্তি ঘোষ বলেন, যাদবপুরে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের অভিনব ভাবনাকে কুর্নিশ জানিয়ে এই উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। আমরা মানুষের পাশে আছি ভোটের আগে বা পরে বলে কথা নয়। সাধারণ মানুষ যখন ডাকবে মানুষের পাশে থাকব।

লালগোলায় তৃণমূলের বিজয় মিছিল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খলিলুর রহমান প্রায় ১ লক্ষ ১৬ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। জঙ্গিপুর লোকসভার অন্তর্গত লালগোলা বিধানসভা এলাকায় লিডের মাত্রা তৃণমূল কংগ্রেসের সামান্য কম থাকলেও কর্মীদের মধ্যে লোকসভায় জয়ের পর বিজয় উল্লাস লক্ষ্য করা গেল। বুধবার লালগোলার দেওয়ানসরাই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয় মিছিল করা হয়। বুধবার বিকেলে বিজয় মিছিলে এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি কচিকাঁচারাও শামিল হয়। উপস্থিত ছিলেন, দেওয়ানসরাই অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাবিরুল হক, অঞ্চল নেতৃত্ব পিরু সেখ, কুরবান আলী, জহরুল হোসেন, চাঁদ কুমার ঘোষ সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা।

প্রয়াত তৃণমূল নেতার স্মরণ ভবানীপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ২০১৭ সালে ১৯ শে জুন রাজনগর ব্লকের গাংমুড়ি-জয়পুর অঞ্চলের আলীগড় সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এলাকা। এখানেই সে সময় তৃণমূল নেতা বলরাম মন্ডল গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান। তৃণমূলের অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলরাম মন্ডলকে খুন করে। তৃণমূলের তরফে প্রয়াত বলরাম মন্ডলের অষ্টম তম স্মরণসভার আয়োজন করা হয় ভবানীপুরে। এদিন প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত তৃণমূল নেতাকর্মীরা। ছিলেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রানা প্রতাপ রায়, ভবানীপুর অঞ্চল সভাপতি দেবী প্রসাদ আচার্য, সহ-সভাপতি শান্তিরাম চক্রবর্তী ও ইলিয়াস খান, যুব সভাপতি গোপীনাথ মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

প্রথম নজর

সৌদিতে চলতি বছর গরমে ৫৫০ হজযাত্রীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে হজের সময় অন্তত সাড়ে ৫০০ হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দুই আরব কূটনীতিকের বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছে এএফপি।

জানা গেছে, মারা যাওয়াদের মধ্যে ৩২৩ জনই মিশরীয়। এছাড়া জর্ডানের মারা গেছেন ৬০ জন। যদিও এর আগে দেশটির ৪১ নাগরিকের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছিল।

গত বছর হজ মৌসুমে বিভিন্ন দেশের ২৪০ জন মারা যান। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক।

একজন কূটনীতিক জানান, মক্কার পার্শ্ববর্তী বৃহত্তম আল-মুয়াইসেম হাসপাতালের মর্গ থেকে হজযাত্রী মৃত্যুর সংখ্যাটি পাওয়া গেছে। মিশরীয়দের বলতে গেলে সবাই তীব্র গরমের কারণে মারা গেছে বলে জানান তিনি।

সংবাদমাধ্যম এএফপির তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত একাধিক দেশ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে হজযাত্রী মৃতের সংখ্যা ৫৭৭। আল-মুয়াইসেমের মর্গে ৫৫০ জনের মরদেহ রয়েছে বলে জানিয়েছেন কূটনীতিকেরা।

এদিকে সৌদি কর্তৃপক্ষ হজযাত্রী মৃত্যুর বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি। তবে তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে গরমে অসুস্থ হয়ে ২ হাজার জনের বেশি হজযাত্রীর চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে।

সৌদির জাতীয় আবহাওয়া কেন্দ্র জানায়, সোমবার (১৭ জুন) মক্কার গ্রান্ড মসজিদ এলাকায় তাপমাত্রা ৫১.৮ ডিগ্রি হয়ে যায়।

সেদি কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, এ বছর ১৮ লাখ মানুষ হজে অংশ নিয়েছে। যার মধ্যে ১৬ লাখই বিদেশি নাগরিক।

ফিলিস্তিনপন্থীদের বিরুদ্ধে কথা বলা জার্মান কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সরকারি কর্মকর্তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ নেওয়া শিক্ষকদের তহবিল কাটা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখার অনুরোধ করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

মে মাসের শুরুতে প্রায় ১৫০ ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থী গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ জানাতে বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের একটি স্থানের দখল নিয়েছিল। এরপর পুলিশ গিয়ে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

৭৯ জনকে সাময়িক আটক করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়েছিলেন প্রায় ১০০ শিক্ষক। তারা শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার আছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন।

এই ঘটনার পর ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ নেওয়া শিক্ষকদের তহবিল কাটা যায় কি না তার আইনি দিক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছিলেন সাবিনে ড্যোরিং।

তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন ড্যোরিং।

জার্মান প্রচারমাধ্যম এআরডি এই বিষয়ে প্রতিবেদন করার পর শিক্ষামন্ত্রী বেটিনা স্টার্ক-ভাটৎসিঙ্গার ওই কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুতির অনুরোধ জানিয়ে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

স্থানীয় সময় রবিবার সন্ধ্যায় এই সংবাদটি জানাজানি হয়।

ড্যোরিং তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের পক্ষ নিয়ে মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পাঠানো বিবৃতিতে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের চালানো হামলার উল্লেখ না করার সমালোচনা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। রবিবার আবারও তিনি সেটি উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যরা হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে বিবেচনা করে।

উইঘুর মুসলিমদের ৬৩০ গ্রামের নাম পালটে দিল চিন

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করতে শিনজিয়াং প্রদেশে তিন হাজার ৬০০ গ্রামের নাম বদলে দিয়েছে চীনের প্রশাসন। এর মধ্যে প্রায় ৬৩০টি গ্রাম উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত। দীর্ঘদিন ধরে উইঘুর মুসলিমদের নিয়ে কাজ করা নরওয়ের একটি সংস্থা এবং মানবাধিকারবিষয়ক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ একত্রে একটি প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানিয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে জাতীয় পরিসংখ্যান বিভাগে নথিভুক্ত ২৫ হাজার গ্রামের নাম নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে সংস্থা দুইটি। সেখানে তারা দেখতে পেয়েছে, তিন হাজার ৬০০ গ্রামের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ মতে, এর মধ্যে প্রায় ৬৩০টি গ্রাম উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত। তাদের গ্রামের নামের সঙ্গে উইঘুর বা মুসলিম সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট শব্দ যুক্ত ছিল। সেই শব্দগুলো বাদ দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণও দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে। কোনো কোনো গ্রামের নামের সঙ্গে দুতার শব্দটি যুক্ত ছিল। যা একটি উইঘুর বাদ্যযন্ত্রের নাম। আবার কোনো কোনো নামের সঙ্গে মাজার শব্দটি যুক্ত ছিল। তা বদলে ঐক্য, সম্প্রীতি, ও আনন্দের মতো শব্দ বসানো হয়েছে। এ ধরনের শব্দ চীনের শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহার করে। এই শব্দগুলোর সঙ্গে কমিউনিস্ট শাসনের যোগ আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

এখানেই শেষ নয়, সুফি শব্দ হোজা, হানিকা কিংবা বকসির মতো শব্দও বদলে দেওয়া হয়েছে। অবলুপ্ত করা হয়েছে ১৯৪৯ সালের আগের উইঘুর ইতিহাস।

শিনজিয়াং অঞ্চলে এভাবে আরও বহু গ্রামের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রাম আছে বলেও মনে করা হচ্ছে। মূলত ঐতিহ্য ধ্বংস করতেই একাজ করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চীনের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তারা বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

চীন-কাজাখস্তান সীমান্তে প্রায় এক কোটি উইঘুর মুসলিম বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ সামনে আসছে। এ নিয়ে চীনকে সতর্ক করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পরিস্থিতির বড় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি বলে মনে করা হচ্ছে।

পুতিনের জন্য জমকালো আয়োজন কিমের, দু'দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন।

বুধবার (১৯ জুন) রাজধানী পিয়ংইয়ংজুড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে। পুতিনের আগমন উপলক্ষে দুই দেশের পতাকা, লাল গোলাপ, বেলুন এবং পুতিন ও কিমের বিশাল বিশাল ছবি দিয়ে পুরো রাজধানী সাজিয়ে ফেলা হয়েছে।

স্থানীয় সময় আজ সকালে কিম ইল সাং স্কয়ারে পুতিনকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সে সময় সেখানে অনেক বেসামরিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিশেষ করে শিশুদের পরনে ছিল উত্তর কোরিয়ার ঐতিহ্যবাহী পোশাক। রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের ভিডিও সম্প্রচার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা আরআইএ পুতিনের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, 'রাশিয়া নীতিতে আপনার ধারাবাহিক ও অটল সমর্থনের আমরা উচ্চ প্রশংসা করছি, যার মধ্যে ইউক্রেন নীতিও রয়েছে।'

মস্কো মার্কিন ও দেশটির মিত্রদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে বলেও জানান পুতিন।

জবাবে কিম বলেন, উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার সম্পর্ক 'সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায়' প্রবেশ করেছে।

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম আরো বলেন, 'বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি অনেক জটিল হয়ে গেছে ও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমরা রাশিয়া ও রাশিয়ার নেতৃত্বের সঙ্গে কৌশলগত যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করতে আগ্রহী। উত্তর কোরিয়া রুশ সরকার, দেশটির সশস্ত্র বাহিনী এবং ওই সব লোকজন, যাঁরা সার্বভৌমত্বের রক্ষায়, নিরাপত্তার স্বার্থে ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান পরিচালনা করছেন, তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও একাত্মতা প্রকাশ করছে।' কিম ইল সাং স্কয়ারে গার্ড অব অনার শেষে কিম ও পুতিন কুমসুসান প্যালেসে যান। সেখানে দুই নেতা বৈঠক করেন।

এদিন দুই দেশের মধ্যে একটি ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানিয়েছে আরআইএ। পুতিনের উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ এ চুক্তি সই হওয়ার বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার রুশ সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ওই চুক্তিতে নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সই হওয়া চুক্তিতে ঠিক কী কী বিষয়ের উল্লেখ আছে, তা এখনো জানা যায়নি বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। দুই দিনের সফরে গতকাল স্থানীয় সময় দিবাগত রাত তিনটার দিকে পিয়ংইয়ং বিমানবন্দরে পৌঁছান পুতিন। করমর্দন ও উষ্ণ আলিঙ্গনে সেখানে তাকে স্বাগত জানান উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন। বিমানবন্দরে পুতিনকে দেওয়া হয় লালগালিচা সংবর্ধনা। লাল গোলাপ দিয়ে পুতিনকে বরণ করা হয়।

প্রায় ২৪ বছর আগে ২০০০ সালের জুলাইয়ে পুতিন সবশেষ উত্তর কোরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। এবার পুতিন এমন একসময়ে উত্তর কোরিয়া সফরে এসেছেন, যখন উভয় দেশই আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, মোকাবিলা করতে হচ্ছে নানা নিষেধাজ্ঞা। শত্রু দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে বিরক্ত করতে রাশিয়া অনেক সময় উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে নিজেদের উষ্ণ সম্পর্ককে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। এদিকে পিয়ংইয়ং মস্কোর কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও পেয়েছে।

উত্তেজনার মধ্যেই তাইওয়ানের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: চীনের সঙ্গে চলমান ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যেই তাইওয়ানের কাছে নতুন করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রি করছে যুক্তরাষ্ট্র। জানা গেছে, এসব অস্ত্রের আনুমানিক মূল্য ৩৬ কোটি মার্কিন ডলার। এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর অনুমোদন দিয়েছে।

পেন্টাগনের ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সি জানিয়েছে, তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরালো করতেই এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

যদিও তাইওয়ানের বিরুদ্ধে সামরিক চাপ ক্রমেই বাড়াচ্ছে চীন। দ্বীপ অঞ্চলটিকে ঘিরে প্রায়ই সামরিক মহড়া চালায় বেইজিং।

ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এতে একদিকে যেমন তাইওয়ানের নিরাপত্তা বাড়বে, তেমনি অঞ্চলের স্থিতিশীলতা, সামরিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে।

এদিকে অস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। যদিও এর আগে বিলম্বের অভিযোগ তুলেছিল চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটি।

এদিকে উত্তর কোরিয়া সফরে গেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বুধবার (১৯ জুন) সকালের দিকে পিয়ংইয়ং পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দরে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন কিম জং উন। পরে সেখানে পুতিনকে স্বাগত জানান কিম।

জানা গেছে, এরই মধ্যে ভ্লাদিমির পুতিন ও কিম জং উনের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। উত্তর কোরিয়ার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গুরুত্ব পাবে প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতি।

ইরানে হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর রাশতের একটি হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে অন্তত ৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৮ জুন) হাসপাতালটিতে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত্র ঘটে বলে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে।

ইরানের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি বলেছে, স্থানীয় সময় সোমবার রাত দেড়টার দিকে রাশত শহরের ঘায়েম হাসপাতালে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের কারণ শনাক্ত করতে তদন্তকারী কর্মকর্তারা কাজ শুরু করেছেন বলে জানিয়েছে আইআরআইবি।

রাশতের গিলান ইউনিভার্সিটি অব মেডিক্যাল সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাগি আশোবি বলেছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই অগ্নি দুর্ঘটনায় ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে তিনি বলেছেন, অগ্নিকাণ্ডে মারা যাওয়া রোগীদের বেশিরভাগই হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি ছিলেন।

দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাশতের ওই হাসপাতালে রোগীদের জন্য ২৫০ শয্যা রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সময় সেখানে ১৪২ জন রোগী ছিলেন। এর আগে, গত বছরের নভেম্বরে দেশটির গিলান প্রদেশের ল্যাঙ্গারুদ শহরের একটি মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের সেই ঘটনায় অন্তত ৩২ জন নিহত হন।

এছাড়া ২০২০ সালের জুনে দেশটির রাজধানী তেহরানের উত্তরাঞ্চলীয় একটি ক্লিনিকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অন্তত ১৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতে পারেন বাইডেন, বললেন ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিগত কয়েক বছর ধরে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে এসেছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তিনি নিজ সমর্থকদের সমাবেশগুলোতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতার জন্য ব্যক্তি জো বাইডেনকে দায়ী করেছেন। এমনকি ওয়াশিংটনের বর্তমান নেতৃত্বের কারণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

ট্রাম্প বলেছেন, জো বাইডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ প্রেসিডেন্ট।

পার্সটুডে জানিয়েছে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েটে তার সর্বশেষ বক্তব্যে দাবি করেছেন, তিনি তার প্রেসিডেন্সির মেয়াদকালে (২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত) কোনো যুদ্ধ শুরু করেননি। তিনি এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, আবার হোয়াইট হাউজের ক্ষমতায় ফিরতে পারলে তিনি ইউক্রেনে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনযোগী হবেন। ট্রাম্প আরো বলেন, বাইডেনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন করেছে। আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। তবে সবচেয়ে খারাপ যেটি হতে পারে সেটি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া কারণ, আমাদের এমন একজন অযোগ্য প্রেসিডেন্ট আছেন যার ওই পদে বসাই উচিত হয়নি!

হুথিদের হামলা

আপনজন ডেস্ক: লোহিত সাগরে হুথিদের হামলায় 'টিউটর' নামের একটি দ্বিতীয় ব্রিটিশ জাহাজ ডুবে গেছে। মঙ্গলবার ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস জানিয়েছে, গত ১২ জুন ক্ষেপণাস্ত্র ও একটি বিস্ফোরক বোঝাই রিমোট-নিয়ন্ত্রিত নৌকা দিয়ে জাহাজটির ওপর হামলা চালানো হয়। গ্রিক মালিকানাধীন টিউটর কয়লা বহনের কাজে ব্যবহৃত হতো।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৮ মি.

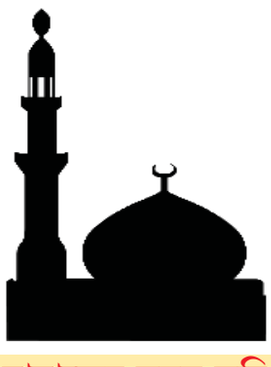

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৯	৪.৫২
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.১৭	
মাগরিব	৬.২৮	
এশা	৭.৫০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

ইরানে ভূমিকম্পের আঘাতে নিহত ৪

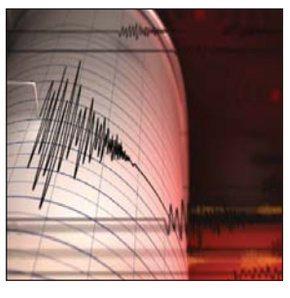

আপনজন ডেস্ক: ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজাভি খোরাসান প্রদেশের কাশমারে রিখটার স্কেলে ৪ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে ৪ জন নিহত এবং ১২০ আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (১৮ জুন) দুপুর ১টা ২৪ মিনিটের দিকে ভূমিকম্প আঘাত হানে।

রাশিয়ায় মার্কিন সেনার প্রায় ৪ বছরের কারাদণ্ড

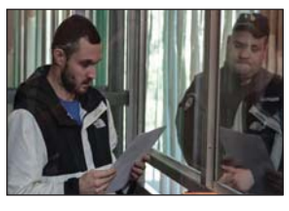

আপনজন ডেস্ক: রুশ প্রেমিকার কাছ থেকে ১১৩ মার্কিন ডলার চুরি ও হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক মার্কিন সেনাকে প্রায় চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে রাশিয়ার একটি আদালত। বুধবার এই দুই অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা দিয়েছেন আদালত। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তি এই তথ্য জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টাফ সার্জেন্ট গর্ডন ব্ল্যাককে মে মাসে সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় শহর ভ্লাদিভোস্টক থেকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গর্ডনের বয়স ৩৪ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে স্টাফ সার্জেন্ট পদে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত ছিলেন তিনি। তবে স্ত্রী-সন্তান থাকে যুক্তরাষ্ট্রে। গর্ডনের রুশ বান্ধবীও দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত ছিলেন। তবে কলহের জেরে তিনি নিজ দেশ রাশিয়ায় ফিরে যান। তারপর তার সঙ্গে দেখা করতে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চীন হয়ে রাশিয়ায় যান গর্ডন। তবে ২ মে রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তক শহরে তাকে গ্রেফতার করে রুশ পুলিশ। মার্কিন সেনাবাহিনীর অনুমতি না নিয়েই তিনি রাশিয়ায় যান। এ ঘটনা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেছে মস্কো। পরে মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তার পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ায় সাক্ষাতের পর এপ্রিলে রাশিয়া সফরের সময় ওই নারীর কাছ থেকে ১০ হাজার রুবল চুরির অভিযোগ আনা হয় তার বিরুদ্ধে।

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা পেতে যাচ্ছেন পাঁচ লাখ অভিবাসী!

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত পাঁচ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দিতে যাচ্ছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। যারা কমপক্ষে ১০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বাইডেন প্রশাসন। এমনটা হলে বৈধভাবে দেশটিতে কাজ করার অনুমতি পাবেন তারা। তবে কীভাবে সেসব হবে—সেই বিবরণগুলো এখনো পরিষ্কার নয়। হোয়াইট হাউস মঙ্গলবার (১৮ জুন) ঘোষণা করেছে, বাইডেন প্রশাসন আগামী মাসগুলোতে মার্কিন নাগরিকদের নির্দিষ্ট কিছু স্বামী-স্ত্রীকে বৈধতা ছাড়াই স্থায়ী বসবাস এবং এরপর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেবে।

মার্কিন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, এর সংখ্যা পাঁচ লাখ হতে পারে।

ওবামা প্রশাসন ২০১২ সালে ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল বা ডাকা ঘোষণা করার পর এটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণ কর্মসূচি বলা বিবেচনা করা হচ্ছে। হোয়াইট হাউসের ধারণা, এর মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের পাঁচ লাখেরও বেশি স্বামী-স্ত্রী উপকৃত হবেন। এ ছাড়া ২১ বছরের কম বয়সী ৫০ হাজার যুবকও বৈধতা পাবেন, যাঁদের বাবা-মায়ের একজন আমেরিকান নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিত।

যে কারণে নেতানিয়াহুর সরকার উৎখাত হতে পারে

আপনজন ডেস্ক: নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে বিরোধী শক্তিগুলো একত্রিত হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের বিরোধী দলীয় নেতা ইয়ার লাপিদ। সোমবার ইসরায়েলের একটি এফএম রেডিও পরিচালিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। তার এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এলো যখন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার ছয় সদস্যের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে লাপিদ বলেন, এই সরকারকে উৎখাত করা উচিত। যেহেতু গ্যান্টজ অবশেষে সরকার ছেড়েছে, আমাদের কাছেও উপায় রয়েছে। বিরোধীরা একসঙ্গে কাজ করবে। সরকারকে পতনের জন্য আমরা অহংবোধ ছাড়াই ঐক্যবদ্ধ হব।

গত ৯ জুন, বেনি গ্যান্টজ এবং গাদি আইজেনকোট ইসরাইলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর থেকেই নেতানিয়াহুর অতি ডানপন্থি জোটের অংশীদারগণ নতুন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের চাপ দিচ্ছেন।

এদিকে, বর্তমান অবস্থায় অতি ডানপন্থি জোটের অংশীদারদের নিয়ে নতুন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের মতো পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রদের সাথে নেতানিয়াহুর সম্পর্ক আরও নাজুক করে তুলতে পারে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬৫ সংখ্যা, ৭ আষাঢ় ১৪৩১, ১৩ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় বলিয়াছেন–"শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।" কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর 'বাবু' রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ 'পারিষদ' আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন–বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।' আমরা আসলে এই 'কুসিত কালচার' হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল–ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে 'জিহ্বা সংযত রাখা' বেশি কঠিন। এই জন্য রাসুল সা. ইরশাদ করিয়াছেন–'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন–এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি রা. বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল–বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন–কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল–তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

সংসদীয় রাজনীতিতে ক্রমশ অপাংক্তেয় হচ্ছে সংখ্যালঘুরা

সংসদীয় রাজনীতিতে মুসলিম তথা সংখ্যালঘুরা ব্রাত্য হওয়ার জন্য শুধু বিজেপিকে দায়ী করলেই হবে না, একইসঙ্গে সমানভাবে দায়ী তথাকথিত সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোও। বিরোধী দলগুলো নিশ্চিত যে, তাদের বিপরীতে ঘোষিত মুসলিম-বিদ্বেষী দল বিজেপি থাকায়, মুসলিমরা নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদেই অ-বিজেপি দলগুলোকে ভোট দিতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ তাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, মুসলিম ভোট অ-বিজেপিরা একচেটিয়া পাবে। তার জন্য খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না। তাই তারা ভোটের জন্য মুসলিমদের পক্ষে কিছু কথা বললেও, কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেও, আসল কাজে মুসলিমদেরকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতেই রেখে দেয়। পাছে তোষণের দায়ে হিন্দু ভোট হাতছাড়া হয়। লিখেছেন মুদাসসির নিয়াজ...

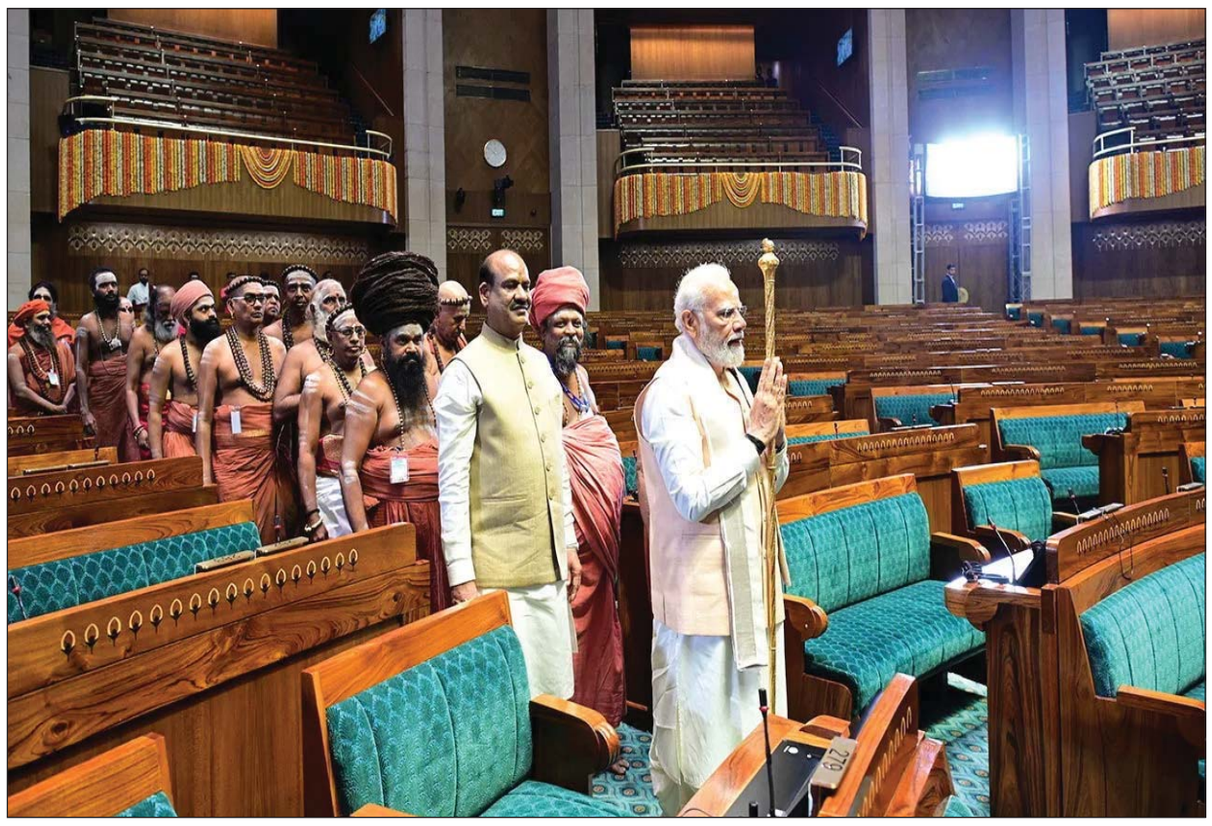

সদ্য সমাপ্ত অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক গরিষ্ঠতা না পেলেও সংসদীয় গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য ক্রমেই বিলুপ্ত হচ্ছে। শুধু বিজেপি নয়; তথাকথিত সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোও ইদানীং মুসলিম প্রার্থী কমিয়ে দিচ্ছে। তারা বিজেপির মতো খুলে আম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সওদাগর নয় বটে; কিন্তু তারা ছদ্মবেশি সেক্যুলার রাজনীতির বেসাতি করে চলেছে। তারা প্রায় সকলেই কমবেশি সফট হিন্দুত্বের পথের পথিক হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী বা মনুবাদী রাজনীতির ঘরানাকে আপন করেছে। ফলে একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে শুধু মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘুরাই যে কোণঠাসা হচ্ছে – তা নয়; তপশিলী, আদিবাসী, দলিত তথা নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও রাজনৈতিক পরিসর থেকে ক্রমেই অপাংক্তেয় হয়ে পড়ছে। এসব করা হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা মাফিক।

বলাবাহুল্য, এটাই মনুবাদী বা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপেন সিক্রেট ফর্মুলা।

এবার লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দল থেকে সারা দেশে জিতেছেন সাকুল্যে ২৪ জন মুসলিম। অর্থাৎ সাড়ে ৪ শতাংশেরও কম (৪.৪২)। এর মধ্যে একজনও বিজেপি তথা এনডিএ জোটের নয়। ২০১৪ সালে সব দল মিলিয়ে ৩২০ জন মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিল। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা একধাক্কায় কমে হয় ১১৫। ২০২৪-এ আরো কমে হল ৭৮ জন। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ৯ জন মুসলিম জিতেছেন কংগ্রেসের টিকিটে। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ৫ জন।উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি থেকে জিতেছেন ৪ জন। কেরালার ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ থেকে ২, কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে ১, হায়দ্রাবাদের মিম থেকে ১ এবং কাশ্মীর থেকে নির্দল হিসেবে জিতেছেন ২ জন মুসলিম।

উল্লেখ্য, সরকারি হিসেবে দেশে জনসংখ্যার ১৪.২৮% বা প্রায় ২০ কোটি মুসলিম। কিন্তু লোকসভায় তাদের উপস্থিতি মাত্র ৪.৪২%। বস্তুত, এনডিএ জোটের জয়ী ২৯৩ এমপি-র মধ্যে মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সংখ্যালঘু একজনও নেই।

১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশে মোট ২৫ জন মুসলিম এমপি জিতেছিলেন (৫.১১%), ১৯৫৭ সালে ২৩ জন (৪.৬৬%), ১৯৬২ সালে ২৬ জন (৫.২৬%), ১৯৬৭ সালে ২৮ জন (৫.৩৮%), ১৯৭১ সালে ২৮ জন (৫.৪১%), ১৯৭৭ সালে ৩২ জন (৫.৯%), ১৯৮০ সালে ৪৯ জন (৯.০৪ %), ১৯৮৪ সালে ৪৫ জন (৮.৩%), ১৯৮৯ সালে ৩৩ জন (৬.২৪%), ১৯৯১ সালে ২৯ জন (৫.৩৭%), ১৯৯৬ সালে ২৭ জন (৪.৯৭%), ১৯৯৮ সালে ২৮ জন (৫.১৬%), ১৯৯৯ সালে ৩২ জন (৫.৮৯%), ২০০৪ সালে ৩৫ জন (৬.৪৫%), ২০০৯ সালে ২৮ জন (৫.১৬%), ২০১৪ সালে ২৩ জন (৪.২৪%), ২০১৯ সালে ২৬ জন (৪.৭৯%) এবং ২০২৪ সালে ২৪ জন (৪.৪২%)। ২০১৯ সালে মায়াবতীর বিএসপি হার ৫ শতাংশের নিচে যায়নি। ১৯৫৭ সালে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার কারণে মুসলমান এমপির হার ৪ দশমিক ৬৬ এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ হয়েছিল। এ ছাড়া প্রতিবারই ভারতে মুসলমান এমপির সংখ্যা লোকসভায় ছিল ৫ শতাংশের ওপরে। এখানে লক্ষণীয়, কংগ্রেসের আমলেও লোকসভায় মুসলমান প্রতিনিধির হার সব সময়েই ঘোরাফেরা করেছে ৫ থেকে সাড়ে ৬ শতাংশের মধ্যে, এমনকি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর প্রধান প্রবক্তা জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়েও। যদিও ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা কখনোই ১০ শতাংশের নিচে যায়নি, জানিয়েছেন জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া অধ্যাপক আদনান ফারুকি (পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অব আ মাইনরিটি, রুটলেজ)। কিন্তু ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে এই হার দ্রুত কমতে শুরু করে। ২০১৪ সাল থেকে পরপর তিনটি নির্বাচনে লোকসভায় মুসলমান এমপির গড় হার ৪ দশমিক ৪৮। ১৯৫২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই গড় ছিল ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। অর্থাৎ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে লোকসভায় মুসলমান জনপ্রতিনিধিত্ব গড়ে দেড় শতাংশ কমে গিয়েছে।

প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে সব দল

২০১৪ সাল থেকে আরও উদ্বেগজনক একটা ঘটনা ঘটছে। বিজেপিবিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোও লোকসভায় মুসলমান প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া সাংঘাতিক হারে কমিয়ে দিয়েছে। ২০১৪ সালে মোট ৩ হাজার ২৪৫ প্রার্থীর মধ্যে ৩২০ জন, অর্থাৎ ৯ দশমিক ৯ শতাংশ মুসলমান ছিলেন বলে 'মেজরিটেরিয়ান স্টেট' বইতে লিখেছেন ফরাসি অধ্যাপক ও ভারতের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্রিস্টোফ জেফ্রোলে। ভারতের নির্বাচনে প্রার্থী বিশ্লেষক সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস জানিয়েছে, ২০২৪ সালে অন্তত ৮ হাজার ৩৩৭ জন (এটা চূড়ান্ত সংখ্যা নয়, আরও বাড়তে পারে, কিন্তু কখনোই কমবে না) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, যার মধ্যে মুসলমান প্রার্থীর সংখ্যা ৭৮, অর্থাৎ শূন দশমিক ৯৩ শতাংশ। মানে, ভারতে গত ১০ বছরে মুসলিম প্রার্থীর হার ৯ দশমিক ৯ থেকে কমে শূন্য দশমিক ৯৩ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওপরের তথ্য থেকে পরিষ্কার, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো বিজেপি বা হিন্দুত্বের ভয়ে মুসলমান প্রার্থী দেওয়া অসম্ভব হারে কমিয়ে দিয়েছে। যেমন কংগ্রেস ২০১৯ সালে দিয়েছিল ৩৪ জন, এবারে দিয়েছে ১৯। তৃণমূল কংগ্রেস তেরো থেকে নেমেছে ছয়ে, সমাজবাদী পার্টি আট থেকে চারে, লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল পাঁচ থেকে দুইয়ে এবং বিজেপি তিন থেকে একে। তবে বিজেপি দল সবথেকে বেশি ৩৯ জন মুসলিম প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল মাত্র ৩ জন। সেবার কংগ্রেস সারা দেশে ৩৪ জন মুসলিম প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল ৪ জন। তৃণমূল কংগ্রেস ১৩ জন প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল ৪ জন। মুলায়ম সিংয়ের সমাজবাদী পার্টি ৮ জন প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল ৩ জন। সিপিএম ৯ জন প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল মাত্র ১ জন। লালু প্রসাদের আরজেডি ৫ জন প্রার্থী দিলেও একজনও জেতেনি। শারদ পাওয়ারের এনসিপি ৩ জনকে প্রার্থী করে ১ জন মাত্র জিতেছিল। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে, এডিএমকে কেউই মুসলিম প্রার্থী দেয়নি। যদিও দাক্ষিণাত্যের ওই রাজ্যে প্রায় ৬% মুসলিমের বসবাস। সেবার বিজেপি সারা দেশে ৩ জন মুসলিম প্রার্থী করলেও একজনকেও জেতাতে পারেনি।

এবারও সবথেকে বেশি ৩৭ জন মুসলিম প্রার্থী দিয়েছিলেন মায়াবতী। কিন্তু দলটি এবার কোন আসনই পায়নি। কংগ্রেস ১৯ জনকে প্রার্থী করে জিতেছে ৭ জন। অখিলেশ যাদবের সপা ৪ জনকে প্রার্থী করলে সকলেই জয়ী হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস ৬ মুসলিম প্রার্থী দিয়ে জিতেছে ৫ জন। সিপিএম ১০ জনকে প্রার্থী করলেও একজনও জেতেনি। লালুর দল আরজেডি, নীতীশ কুমারের জেডিইউ এবং শারদ পাওয়ারের এনসিপি ২ জন করে মুসলিমকে প্রার্থী করলেও তারা কেউ জেতেনি। তামিলনাড়ুর ডিএমকে, এডিএমকে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি দল একজনও মুসলিমকে প্রার্থী করেনি। যদিও এই রাজ্যে প্রায় ১০% মুসলিমের বসবাস। বিজেপি এবার সারা দেশে একজন মাত্র মুসলিমকে প্রার্থী করলেও তিনি পরাস্ত হয়েছেন।

বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরে লোকসভায় কখনোই মুসলিম সাংসদের সংখ্যা ৫% এর উপরে যায়নি। যদিও দেশে মুসলিম সাংসদ ১৯৫৭ এবং ১৯৯৯ সাল ছাড়া প্রতিবারই ৫% এর উপরে ছিল। সর্বোচ্চ মুসলমান এমপি ছিল ১৯৮০ সালে ৪৯ জন বা ৯.০৪% এবং ১৯৮৪ সালে ছিল ৪৫ জন বা ৮.০৩%। এবারে তা নেমে এসেছে ৪.৪২%-এ, যা ২০১৯-এর থেকেও কম।

উল্লেখ্য, বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পরে লোকসভায় কখনোই মুসলিম সাংসদের সংখ্যা ৫% এর উপরে যায়নি। যদিও দেশে মুসলিম সাংসদ ১৯৫৭ এবং ১৯৯৯ সাল ছাড়া প্রতিবারই ৫% এর উপরে ছিল। সর্বোচ্চ মুসলমান এমপি ছিল ১৯৮০ সালে ৪৯ জন বা ৯.০৪% এবং ১৯৮৪ সালে ছিল ৪৫ জন বা ৮.০৩%। এবারে তা নেমে এসেছে ৪.৪২%-এ, যা ২০১৯-এর থেকেও কম।

২০১১ সালের শেষ আদমশুমারি অনুসারে দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ১৭ কোটি ২০ লক্ষের মতো বা ১৪.২%। করোনা অতিমারির কারণে ২০২১ সালে জনগণনা হয়নি। তবে বেসরকারি তথ্য মতে, ২০২৩ সালে মুসলিম জনসংখ্যা ১৪.৩% এর মতো, বা প্রায় ২০ কোটি।

সবথেকে লক্ষণীয় বিষয় হল, স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথম কেন্দ্র সরকারে কোনো মুসলমান মন্ত্রী থাকল না। এটা ২০১৪ এবং ২০১৯ সালেও হয়নি।

পরিসংখ্যান বলছে, দেশে ৬৫টা এমন লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে অন্তত ২৫% বা তার বেশি মুসলিমের বসবাস। অথচ তার মধ্যে অধিকাংশ আসনেই বিজেপি জয়ী হয়েছে। এসব আসনের মধ্যে ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল ২৫টি, এবার জিতেছে ২০টি আসন। কংগ্রেস গতবার এসব আসনের মধ্যে ১২টা জিতেছিল, এবার জিতেছে ১৩টায়। তৃণমূল কংগ্রেস গতবার ১০টায় জিতলেও এবার জিতেছে ১২টা আসনে। সপা গতবার ৩টায় জয়ী হলেও এবার জিতেছে ৮টা। মায়াবতীর দল গতবার অবশ্য ৫টি সিট জিতলেও এবার একটাও পায়নি। এবারে এনডিএ এবং প্রধানত বিজেপির আসন কমে যাওয়ায় মুসলিম সাংসদদের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু হয়নি। কারণ, এবার বিরোধীরা গতবারের থেকে মুসলিম প্রার্থী অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। এমনিতেই মুসলিমদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব কখনোই ছিল না। তার উপরে হিন্দুত্ববাদী পপুলিজম হাওয়ার জেরে সব দলেই মুসলিম প্রতিনিধিত্ব দ্রুত কমছে। বাজপেয়ী জমানায় সিকান্দার বখত, ওমর আব্দুল্লাহ, শাহনওয়াজ হুসেন, মুখতার আব্বাস নাকভী মন্ত্রী ছিলেন। মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ সরকারের প্রথম দফায় ৪জন ও দ্বিতীয় দফায় ৫জন মুসলিম মন্ত্রী ছিলেন। মোদি জমানায় একে একে মুসলিম মন্ত্রীদের সবাইকেই বিদায় করা হয়েছে। এবার কেন্দ্র সরকার একেবারেই মুসলিম-শূন্য। বিজেপি থেকে মুসলিমদের নাম-নিশানা অনেক আগেই মুছে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম নেতা-মন্ত্রীর কোনও নামগন্ধ দলটিতে নেই।

অবশ্য, সংসদীয় রাজনীতিতে মুসলিম তথা সংখ্যালঘুরা ব্রাত্য হওয়ার জন্য শুধু বিজেপিকে দায়ী করলেই হবে না, একইসঙ্গে সমানভাবে দায়ী তথাকথিত সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোও। বিরোধী দলগুলো নিশ্চিত যে, তাদের বিপরীতে ঘোষিত মুসলিম-বিদ্বেষী দল বিজেপি থাকায়, মুসলিমরা নিজেদের অস্তিত্বের তাগিদেই অ-বিজেপি দলগুলোকে ভোট দিতে বাধ্য হবে। অর্থাৎ তাদের বদ্ধমূল ধারণা হল, মুসলিম ভোট অ-বিজেপিরা একচেটিয়া পাবে। তার জন্য খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না। তাই তারা ভোটের জন্য মুসলিমদের পক্ষে কিছু কথা বললেও, কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেও, আসল কাজে মুসলিমদেরকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতেই রেখে দেয়। পাছে তোষণের দায়ে হিন্দু ভোট হাতছাড়া হয়। তারা মনে করে ২৫-৩০ শতাংশ হিন্দু ভোট পেলেই যথেষ্ট। তার সঙ্গে বিজেপি-জুজুর কারণে মুসলিমদের অন্তত ৯০ শতাংশ ভোট তো তারা এমনিতেই পাবে। ব্যাস, তাহলেই কেল্লা ফতে। এই পার্টি-গণিত তো একেবারেই জলবৎ তরলং।

আর এই প্রবণতা হিন্দুত্ববাদীদের সবচেয়ে বড় নৈতিক জয়। কারণ, বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী নীতির দাপটে হিন্দু ভোট হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী দিনে যখন ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুন করে ডিলিমিটেশন বা নির্বাচনী কেন্দ্র ভাগ হবে, তখন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব আরো কমবে। এমনিতেই ডিলিমিটেশনে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহু লোকসভা ও বিধানসভা এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যায় অধিক হওয়ায়, সেইসব আসনকে তপশিলি জাতি, উপজাতি, মহিলা ইত্যাদি সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুসলিম প্রার্থী ও প্রতিনিধিত্ব অনেকটা কমে গিয়েছে। পরবর্তী ডিলিমিটেশনে এটা আরও কমার আশঙ্কা অমূলক নয়। সুতরাং সব দলেরই টিকি বাঁধা আছে নাগপুরের গো-শালায়। কেউ ধোয়া তুলসী পাতা নয়।

ভারতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব তলানিতে, হিন্দুত্ববাদে ফিকে হচ্ছে বহুত্ববাদ

শুভজিৎ বাগচী

ভারতের জাতীয় নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এটিকে দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যম হিন্দুত্ববাদের পরাজয় হিসেবে দাবি করছে। তাদের এই দাবি যে কত অবান্তর, তা একটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে এই প্রথম ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোনো মুসলমান মন্ত্রীর স্থান হয়নি। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই লোকসভায় মুসলমান জনপ্রতিনিধির সংখ্যা কমছিল। এরপরও ২০১৪ ও ২০১৯ সালে সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রণালয়টি পেয়েছিলেন দুজন মুসলিম এমপি। ২০১৪ সালে নাজমা হেপতুল্লাহ এবং ২০১৯ সালে মুখতার আব্বাস নাকভি। এবার কেউ নেই।

ভারতে ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন থেকে মুসলমান এমপির

প্রার্থীর হার ৯ দশমিক ৯ থেকে কমে শূন্য দশমিক ৯৩ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ওপরের তথ্য থেকে পরিষ্কার, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো বিজেপি বা হিন্দুত্বের ভয়ে মুসলমান প্রার্থী দেওয়া অসম্ভব হারে কমিয়ে দিয়েছে। যেমন কংগ্রেস ২০১৯ সালে দিয়েছিল ৩৪ জন, এবারে দিয়েছে ১৯। তৃণমূল কংগ্রেস তেরো থেকে নেমেছে ছয়ে, সমাজবাদী পার্টি আট থেকে চারে, লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল পাঁচ থেকে দুইয়ে এবং বিজেপি তিন থেকে একে। তবে বিজেপি দু-একজনের বেশি মুসলমান প্রার্থী কোনোবারই দেয় না, এবারও দেয়নি। ভারতে ২০১১ সাল থেকে মুসলমান জনসংখ্যার হার ১৪ দশমিক ২, অর্থাৎ ১৭ কোটির কিছু বেশি। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে সেন্সাস বা আদমশুমারি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় না, ফলে এ সংখ্যা সম্ভবত আরও বেড়ে থাকতে পারে। মুসলমান সমাজ জনসংখ্যার অন্তত ১৪ দশমিক ২ শতাংশ হলেও এবার তাদের লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। যাবতীয় তথ্য প্রমাণ করে, মুসলমান সমাজের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ দ্রুতগতিতে কমছে। এর অর্থ, ২০২৪ সালে নরেন্দ্র মোদির বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও ভারতের রাজনীতির 'প্লুরালিস্ট' বা বহুত্ববাদী চরিত্র হারিয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের কাঠামো প্রতি নির্বাচনেই শক্তপোক্ত হচ্ছে। ওপরের পরিসংখ্যানই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী দলের শক্তি কমুক বা বাড়ুক, বিজেপিবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো বিজেপির মোকাবিলা করতে গিয়ে আরও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে কমসংখ্যক মুসলমান প্রার্থী দিচ্ছে। তারা ধরেই নিচ্ছে যে, হিন্দু অঞ্চলে বা এমনকি সেখানে বড়সংখ্যক মুসলমান ভোটার রয়েছেন, সেখানেও মুসলমানদের জেতার সম্ভাবনা কম। এর ফলে মুসলমানরা শুধু সেই অঞ্চলেই মনোনয়ন পাচ্ছেন, যেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ৫০ শতাংশ বা তার বেশ খানিকটা বেশি। এটা চলতে থাকলে নিশ্চিতভাবে ভারতে মুসলমান সমাজ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এখনো যেমন কিছু অঞ্চলে, যেখানে হিন্দু ভোটার বেশি, সেখানে মুসলমান প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বা জিতছেন, সেটা আর ভবিষ্যতে হবে না।

এবারেই পশ্চিমবঙ্গে মোট ছয়জন এমপির মধ্যে পাঁচজন এসেছেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে। ভবিষ্যতে এই 'ট্রেন্ড' সম্ভবত আরও বাড়বে। রাজ্যস্তরের নির্বাচনগুলোকে বিশ্লেষণ করলেও মোটামুটিভাবে একই ফল পাওয়া যাবে।

এখানে এটাও উল্লেখ্য, বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (এনডিএ) একজন মুসলমান প্রার্থী এবারের নির্বাচনে জেতেননি। বস্তুত, এনডিএর ২৯৩ জন এমপির মধ্যে মুসলিম, খ্রিষ্টান বা শিখ সমাজের সংখ্যালঘু এমপি একজনও নেই। শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশ থেকে বিজেপির এক বৌদ্ধ এমপি এবারেও জিতেছেন।

মুসলমান জনপ্রতিনিধিত্ব কমার আরও কারণ

ভারতের লোকসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব ভবিষ্যতে আরও কমবে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। সে কারণেই মুসলমান সম্প্রদায়ের বিষয় নিয়ে ভারতে যে ওয়েবসাইটটি নিয়মিত লেখালেখি করে, সেই 'মক্তব মিডিয়া'য় গত বছরে এক উপসম্পাদকীয়তে সমাজকর্মী ও সাংবাদিক শার্জিল ইমাম আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে মুসলমান জনপ্রতিনিধি ভারতের পার্লামেন্টে পাঠানোর পক্ষে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, আগামী দিনে যখন কেন্দ্রীয় স্তরে ভোটার বৃদ্ধির কারণে নতুন করে নির্বাচনী কেন্দ্র ভাগ হবে (ডিলিমিটেশন), তখন মুসলমান প্রতিনিধিত্ব আরও কমবে।

দিল্লির গবেষক আসিফ মুজতবাকে উদ্ধৃত করে 'মক্তব মিডিয়া'ই সম্প্রতি জানিয়েছে, এ মুহূর্তে যে আসনে মুসলমান জনসংখ্যা ও ভোটার বেশি রয়েছে, সেই আসন পরবর্তী সময়ে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডিলিমিটেশনের কারণে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এ ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে আসামে। ফলে, ভবিষ্যতে ভারতে বিজেপি হারতে বা জিততেও পারে, কিন্তু পার্লামেন্টে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব যে কমবে, তা নিয়ে বিশেষ সন্দেহ পর্যবেক্ষকদের নেই।

বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাক বা না পাক, এটা যদি হিন্দুত্ববাদের বিজয় না হয়, তাহলে কী?

সৌ: প্র. আ.

জেলায় জেলায় ঈদ উদযাপন

প্রতাপপুর, মোথবাড়ি, মালদা

বাগমারা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

শকুনপুকুর ঈদগা ময়দান,ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর

মালদার এক ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ

সন্তোন পুর জামে মসজিদ, জাঙ্গিপাড়া থানা, হুগলি

জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ

ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ

ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

নাজাট, উত্তর ২৪ পরগনা

সাঁতরাগাছি, হাওড়া

পারভুরশিট, পুরশুরা, হুগলী

রাজাপুর, হাওড়া

শোলাপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা

পুরশুড়া, হুগলী

হরিপাল থানার সিপাইগাছি বেনিয়াপুকুর ঈদগাহ প্রাঙ্গণ

বগডহরা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

জাফরপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কান্দি, মুর্শিদাবাদ

আরামবাগ, হুগলী

গোপাল নগর, উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটে ঈদ উল আজহা নামাজের পর সৌহার্দ্যের আলিঙ্গন।

প্রথম নজর

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও নিট কৃতী সংবর্ধনা

শেখ রিয়াজউদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পড়ুয়াদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও ঈদের জোহা উপলক্ষে পরের দিন বীরভূম জেলার নলহাটি থানার লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ের কাছে সমাজ দর্পণ মঞ্চের আয়োজনে এলাকার মাধ্যমিক , উচ্চমাধ্যমিক এবং নিটের এর সেরা ১০ জন করে কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মানপত্র । এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আব্দুল করিম ডক্টর সামিউল ইসলাম এবং আরো অনেকে এছাড়াও এই মঞ্চে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবায় যারা নিয়োজিত সেই তরুণ তুর্কীদের সংবর্ধিত করা হলো। এই মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রধান দায়িত্বে ছিলেন লহাপুর হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ মহাশয় মঞ্চের সেক্রেটারি ছিলেন মীর মনি এবং এই মঞ্চের সভাপতি ছিলেন আব্দুস সেলিম এবং বিশিষ্ট সদস্য আবুল কালাম আজাদ ও আবুল হাসান এছাড়াও রফিকুল আরিফ, আদর আমিনুল, মমিনুল নয়ন এছাড়া আরো অনেকে। এই মঞ্চের উদ্দেশ্য আগামীতে সাধারণ মানুষের পাশে থাকা।

নিট উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা জেড একাডেমির

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২০২৪ সালে নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জেড একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা আখতারুজ্জামানের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দিলেন।এদিনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও মাহতাসিম আক্তার, বেলডাঙা থানার আইসি শমসের আলী,বিডিও রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, বি এম ও এইচ, এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবক ও অভিভাবিকা সকলের উপস্থিতিতে সাতজন ছাত্র ছাত্রীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করলেন বিশিষ্টজনেরা। ২০২০ সাল থেকেই পথ চলা শুরু করে জেড একাডেমি, এরই মধ্যে ২০২৩ ও ২০২৪ বর্ষে নেট পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে জেড একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা আর এরই ফলস্বরূপ এদিনের বিশাল সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। অক্যাডেমির প্রতিষ্ঠাতা বলেন আমরা গ্রামের ভালো মেধা কে কাজে লাগাতে চাই,অনেক সময় ভালো মেধা থাকলেও অর্থের অভাবে সেই মেধা নষ্ট হয়ে যায় বিশেষ করে ভালো কোনো কোচিং সেন্টার বা একাডেমীতে ভর্তির অভাবে।তাই খুবই স্বল্প খরচে জেড একাডেমিতে ছাত্র ছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষক দ্বারা পশিক্ষণ দেওয়া হয়।এবছর যে ৬৯৫ নম্বর পেয়েছেন সেই মেয়ের পরিবারের কাছে থেকে কোনো অর্থ নেওয়া হয়নি সম্পূর্ণ বিনামূল্য তাকে পড়ানো হয়েছে এবং সফল হয়েছে।আগামীতে আরো ভালো ফল করবে এই একাডেমি থেকে বলে আশাবাদী প্রতিষ্ঠাতা।তিনি আরো বলেন জুলেখা খাতুন ৬৯৫ পেয়ে যেভাবে আক্যাডেমির মুখ উজ্জ্বল করেছে আগামী তে এই রকম আরো জুলেখা তৈরি হবে এবং গ্রামের বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে তিনি আশাবাদী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: পরিবেশে মুক্ত অক্সিজেনের যোগান দিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে উদ্যোগী হলেন কোলাঘাট ব্লকের একট বিরাট শ্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মারোবেরিয়া সানসাইন এসোসিয়েশন . এনাদের কর্মকর্তাগণরা দুইদিন ধরে প্রায় পাঁচশত পরিবারকে একটি করে ফলদাহী নারিকেল গাছের চারা বিতরণ করলেন এই মহৎ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ জিয়াউর রহমান এবং সম্পাদক শেখ ইমরান মোঃ এবং সহ সভাপতি সেখ শামীম আলী। এবং সহ সম্পাদক শেখ আনারুল হোসেন, পঞ্চায়েত সদস্য আক্রম মোহাম্মদ, কনভেনার শেখ সাবির আলী এবং সহ কনভেনার শেখ আনোয়ার আলী , শেখ মহসিন আলী সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ছবি: শেখ আকরাম মোহাম্মদ

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা আজাদ হিন্দ পাঠাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: সৃষ্টিযাত্রা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমন্বয় সংস্থার মাধ্যমে সদ্য চার ঘন্টাব্যাপী রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা পালন করা হয় গড়িয়ার আজাদহিন্দ পাঠাগারে। কৌশিক শীল, সভাপতি, পার্থ সারথি গায়েন, বিশিষ্ট অতিথি ও শ্রী তপন রায় চৌধুরী, আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সুচিত চক্রবর্তী ,অনিমা বিশ্বাস, শেফাশী সরকার কুন্তলা দে, পাপিয়া দে দাস , পাপিয়া বসু, স্বপ্না পূততুন্ড, নিত্যানন্দ বায়েন, মিতা বিশ্বাস কবি ও সঙ্গীত শিক্ষিকা সুমিতা সেন। কবি সুচিত চক্রবর্তীর কবিতা সহ তিন কবির সৃষ্টি যেমন - পাপিয়া বসুর ভাবনায় রবি, কুন্তলা দে-র ভাব তরঙ্গের আরাধনা এবং শেফালী সরকারের মননে রবীন্দ্র-নজরুল, শিশু বাচিক শিল্পী অহনা কুণ্ডু-র আবৃত্তি সহ বিঅতিথির ভাষণ অনুষ্ঠানের শোভা বৃদ্ধি করেছে।

বারাসতে ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনির ঘটনায় গ্রেফতার ১৭

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: ছেলেধরা সন্দেহে ৩ জনকে গণপিটুনির ঘটনায় পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে । ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । বারাসতের কাজিপাড়া এলাকায় সম্প্রতি এক নিখোঁজ বালকের দেহ উদ্ধার হয় প্রতিবেশীর পরিত্যক্ত শৌচালয় থেকে। তারপর থেকে বারাসতের বিভিন্ন এলাকায় ছেলে ধরার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে । সামাজিক মাধ্যমেও তা ঘুরছে । তারই মধ্যে বুধবার দুপুরে বারাসতের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কামাখ্যা মন্দির চত্বর ও পাশের একটি ওয়ার্ডে ছেলেধরা সন্দেহে মোট তিন জনকে বেধড়ক মারধর করে উত্তেজিত জনতা । তাঁদের উদ্ধার করতে গেলে জনতার সঙ্গে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। উত্তেজিত জনতা পুলিশের দুটি গাড়িতে ভাঙচুর চালায় । তারপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে । ছেলেধরা সন্দেহে

গণপিটুনির শিকার হওয়া তিনজনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় বারাসত জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে জেলার পুলিশ সুপার তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন । তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে ছেলে ধরা সংক্রান্ত গুজব কেউ ছড়ালে তাকে গ্রেফতার করা হবে । আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নিলে তার বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুশিয়ারী দেন। তবে বারাসতের বাসিন্দাদের বড় অংশের অভিযোগ, কাজিপাড়ায় বালক খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত রহস্যজনক । ওই ঘটনায় পুলিশ দুই মহিলা ছাড়া এখনও পর্যন্ত আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি । অভিযোগ, পুলিশ কৌশলে বালক খুনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে । তাতে ক্ষোভ বাড়ছে । সাংবাদিক বৈঠকেও পুলিশ সুপার বালক খুনের ঘটনার পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা স্পষ্টভাবে জানাতে পারেননি ।

নিট দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব বাংলা পক্ষ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ ব্যাপক দুর্নীতির ঘটনায় এই মুহূর্তে সারা দেশ তোলপাড়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মাটিতে নিট বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠছে বাংলা পক্ষর নেতৃত্বে। সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরেই ডোমিসাইল বি বাতিলের দাবি করে আসছে। ডোমিসাইল ও কাস্ট সার্টিফিকেট জালিয়াতির আশঙ্কাও করছে সংগঠনটি। বুধবার বিধাননগরে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সভার ডাক দিয়েছিল বাংলা পক্ষ। দাবি ছিল নিট বাতিল করা ও রাজ্য কোটায় শুধু পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা এবং আগামী বছর থেকে পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল ভর্তি পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মাধ্যমে করা। বাংলা পক্ষর সাধারন সম্পাদক ডাঃ গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, নিটের মাধ্যমে বাঙালির করের টাকায় চলা সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে বাঙালিকেই বঞ্চিত করে ইউপি বিহার গুজরাটের সুযোগ পাচ্ছে। এই দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে। প্রকৃত বাঙালি মেধা সুযোগ পাচ্ছে না, টাকার বিনিময়ে র‍্যাঙ্ক কেনা হচ্ছে। আগামীদিনে বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, এখনি প্রতিকার না করলে। নিটের ফলে ১৫% সর্বভারতীয় কোটায় বাইরের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হবেই, এরপরও ডোমিসাইল বি-র মাধ্যমে বঞ্চিত করা হচ্ছে রাজ্যের মেধাকে। সংগঠনের পক্ষে ডাঃ গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডা: কৌস্তভ নায়েকের সাথে দেখা করেন। এই দলে ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতি, শীর্ষ পরিষদ সদস্য ডা: আব্দুল লতিফ ও বাংলা ছাত্র পক্ষর নেতৃত্ব রানা ভট্টাচার্য। প্রতিনিধিরা জানান সহমত পোষণ করেছেন ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষ।এদিনের প্রতিবাদ সভায় এছাড়াও শীর্ষ পরিষদ সদদস্য অরিন্দম চ্যাটার্জী, এমডি সাহিন, উত্তর ২৪ পরগণা শহরাঞ্চলের সম্পাদক পিন্টু রায় সহ শতাধিক সদস্য।

নেতৃত্ব সমস্যায় তৃণমূলের ভোট কমল নলহাটিতে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: স্থায়ী ব্লক সভাপতি না থাকার জেরে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় লোক সভা নির্বাচনে ভালো ফলাফল করতে পারল না তৃণমূল। গোটা বীরভূম জেলায় সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি পেয়ে তৃণমূলের ভোট শতাংশ বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের থেকেও ফল খুব বেশি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না তৃণমূল। অথচ এ বছর আশা করেছিল অন্যান্য জায়গায় লক্ষীর ভান্ডারের টাকা, ১০০ দিনের কাজ, এমনকি আবাস যোজনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল। তার সমর্থনে ভোট পড়বে। সেই ভাবেই সারা জেলাতে এগিয়ে গেল। কিন্তু লোক সভা নির্বাচনে জেলার মধ্যে বিশেষ করে নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় বারা ২ নম্বর অঞ্চল, শীতলগ্রাম এবং ভদ্রপুর ১ নং অঞ্চলে বিরোধীদের থেকে তৃণমূলের ভোট শতাংশ বাড়লো না। যদিও নলহাটি দু নম্বর ব্লক এলাকার ৬টি অঞ্চলের মধ্যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বারা ১ নম্বর এবং বারা ২ নম্বর অঞ্চল বাম কংগ্রেস জোট পঞ্চায়েত গঠন করে। একই ভাবে শীতলগ্রাম

রামধনু জোটে পঞ্চায়েত করেছিল। বাকি তিনটি ভদ্রপুর এক দুই এবং নওয়াপাড়া এই তিনটি পঞ্চায়েত শাসক দল তৃণমূলের হাতে এসেছিল। এবার কিন্তু শতাংশের হিসাবে ভোট কমে গেল শাসক দল তৃণমূলের। অন্যদিকে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকে রেজাউল হককে তৃণমূলের সভাপতি করা হয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যে তাকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে পাঁচজনের কোর কমিটি করে ব্লক এলাকা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে, পাঁচজনকে কোর কমিটিতে আনা হয়েছে। সেই পাঁচজন কি তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করেছে। নাকি একে অপরের সমন্বয়ের অভাবে একে অপরকে পরাজিত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য জটিলতা সৃষ্টি করেছে। সেই নিয়ে এখন প্রশ্ন শুরু হয়েছে নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের অন্দরে।

ব্রাজিল থেকে তরুণী প্রেমিককে বিয়ে করতে হাজির নবদ্বীপে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ভালোবাসার টানে সুদূর ব্রাজিল থেকে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে এলেন ব্রাজিলিয়ান তরুনী। ভালোবাসার টানে সাত সমুদ্র পারি দিয়ে প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার পথ পারি দিয়ে সুদুর ব্রজিল থেকে চৈতন্যভূমি নবদ্বীপে প্রেমিকের বাড়িতে এসে হাজির ব্রাজিলের প্রেমিকা! এমনটাই ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপের ফরেস্ট ডাঙ্গা এলাকায় ।নবদ্বীপ ব্লকের ফরেস্ট ডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা কার্ত্তিক মন্ডল কর্মসূত্রে সুরাটে থাকেন।আর সেখানে থাকতেই চার বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় সুদুর ব্রাজিলের বাসিন্দা'ম্যানুয়েলা আলভেস দা সিলভা'র সাথে।পরিচয় ধীরে ধীরে ভালোবাসার রূপ নেয়।পরবর্তী সময়ে দুজনেই বিয়ের জন্য রাজী হয়।কাত্তিক মন্ডল জানান, এর পর প্রেমিকা ম্যানুয়েলা ব্রাজিল থেকেএখানে চলে আসে। কার্তিকের নবদ্বীপের বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন করা হয়। আগামী শুক্রবার হবে বিয়ে।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এপিডিআর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের অসহায় মানুষদের পাশে আবার ও এগিয়ে এলো এপিডি আর।এমনিতেই সারা বছর সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে চলেছে এপিডিআরের কর্মীরা। সুন্দরবনের কুলতলি মৈপিঠে রুমেল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের হাতে ত্রিপল তুলে দেওয়া হলো সোমবার সূর্য সেন ব্রিগেডের সহযোগিতায় গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির উদ্যোগে। সুন্দরবনের বহু প্রান্তিক মানুষ এই সাহায্যে উপকৃত হয়। গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির দ:২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন ,রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করা। সরকারের উচিত অবিলম্বে নদী, খালগুলোর দ্রুত সংস্কার করা।

ফাইজান হত্যার সিবিআই তদন্তের দাবি এসআইও-র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২৩ বছর বয়সী ফাইজান ছিল আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র, ২০২২ সালের অক্টোবরে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। দুদিন আগে তদন্তের দ্বিতীয় ফরেনসিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে ফাইজানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার ঘাড়ে বন্দুকের গুলির চিহ্ন এবং ছুরির আঘাতের ক্ষত খুঁজে পাওয়া গেছে, যা প্রাথমিক তদন্ত এবং ময়নাতদন্তে উঠে আসেনি। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যাকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হয় এবং গুরুতর আঘাতগুলির কথাতো তোলাই হইনি। কলকাতা হাইকোর্ট যখন দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয় তখন ফাইজানের মৃত্যুর নৃশংসতা প্রকাশ পায় এবং আগের বিষ আস্বাদনের তত্ত্বকে খারিজ করে দেয়। আদালতের হস্তক্ষেপ এবং একটি সিট গঠন সত্ত্বেও, ফাইজানের আইনজীবী উল্লেখ করেছেন যে, তদন্তে কোনো অগ্রগতি নেই। সিট এখনও হত্যার শক্তিশালী প্রমাণ উপেক্ষা করে মামলাটিকে সম্ভাব্য আত্মহত্যা হিসাবে দেখছে। এই এঙটনা সম্পর্কে এদিন এসআইও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি সাইদ মামুন বলেন, "আমরা একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ, নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য মামলাটি সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করার জন্য সরকারকে

অনুরোধ করছি। আমরা নিয়মিত ক্যাম্পাস নিরাপত্তার পর্যবেক্ষণ, দৃঢ় অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা এবং কঠোর অ্যান্টি-র‍্যাগিং প্রক্রিয়া সহ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপের আহ্বান জানাই।"

এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সাইদ মামুন আরও জানান, ফাইজানের পরিবার, বর্তমান তদন্তে বিশ্বাস হারিয়েছে, পরিকাঠামোগত ত্রুটি এবং সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের সন্দেহে এই অনুভূতি অনেকেই অনুভব করেছেন। এই ঘটনাটি শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের মৃত্যুর ধারাবাহিকতার প্রমান এবং সাথে সাথে প্রশাসনের অনুপযুক্ত ব্যাবস্থাপনার চিত্র তুলেধরে। এই ঘটনায় ন্যায়বিচার চেয়ে এসআইও প্রতিবাদ আগেও করছে এবং সত্য উন্মোচন না হওয়া এবং দোষীরা চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ছাত্র হত্যা প্রতিবাদে বৃহৎ আন্দলনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাগদা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণার মনোনয়ন পেশ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: ১০ জুলাই বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বুধবার। এ দিন দুপুর বারোটা নাগাদ বনগাঁর তৃণমূলের জেলা কার্যালয় থেকে পায়ে হেঁটে মিছিল করে বনগাঁ মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত আসেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা । প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর ছাড়াও সেই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মমতা ঠাকুর, বিধায়ক ও সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নারায়ণ ঘোষ সহ অন্যান্যরা । পরে প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুর পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন । উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাগদা অঞ্চলে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উন্মাদনা শুরু হয়েছে । এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক

আলাদাভাবে লড়াই করছে । প্রত্যেকেই তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে । এরই মধ্যে প্রার্থী নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হওয়ায় বিক্ষুব্ধ বিজেপির পক্ষে একজন নির্দল প্রার্থীও দাঁড়িয়ে গেছেন । সবমিলিয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন তা সময়েই বোঝা যাবে। যদিও জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুর। তিনি বলেন, 'জয় আমাদের হয়েই রয়েছে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এই উপনির্বাচনে বিরোধীদের সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়ার মতো কিছু নেই । আমরা এই আসনটি জয়লাভ করে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে উপহার দিতে চাই । আর জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ শতাংশ নিশ্চিত ।'

বিমার ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথ অবরোধ

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে আলু চাষে বীমার ন্যায্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে মেমারি ১ ব্লকের শঙ্করপুর বাজারে মেমারি মন্তেশ্বর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়। এক ঘন্টার জন্য এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির জেলা সভাপতি দোনা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুন্ডু, মেমারি ১ ব্লক কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির সভাপতি উৎপল রায় সহ মেমারি ১ ও ২ ব্লকের চাষীবৃন্দ। এখানে কোনো প্রশাসনিক ব্যক্তি না আসায় আগামী ২৫ জুন বর্ধমান কার্জন গেট চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাবেন ও জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেবেন বলে জানান উৎপল রায় সহ নেতৃত্ব। তাতেও কাজ না হলে ২৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ধর্ণা দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গ্রামীণ উন্নয়নে জোর দিতে প্রশিক্ষণ শিবির বারুইপুরে

হাসান লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: নির্বাচন পর্ব মিটতেই গ্রামীণ উন্নয়নে জোর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। পঞ্চায়েত স্তরে উন্নয়নের কাজে গতি আনতে এই পদক্ষেপ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসনের। পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদের নিয়ে বারুইপুর কারিগরি ভবনে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে আয়োজিত হল আজ এই প্রশিক্ষণ শিবির। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় উন্নয়নের আরো জোয়ার আনতেই এবং সঠিকভাবে পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকার পর এই বিষয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উন্নয়নের কাজে একেবারে পঞ্চায়েত স্তরে যে সমস্ত অসুবিধে হয় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। এই প্রশিক্ষণের পর কর্মীরা গ্রামে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সুযোগ-সুবিধার কথা জানতে পারবেন। এর পাশাপাশি তারা যে সমস্ত নতুন পঞ্চায়েত সদস্য হয়েছেন তাদেরকেও এই বিষয়ে অবহিত করতে পারবেন বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, আগামী দেড় মাস ধরে এই ট্রেনিং পর্ব চলবে। এই প্রশিক্ষণের পর পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরীয় স্তরে পরিষেবা দেওয়া আরো সুবিধা হবে বলে জানান তিনি।

কীর্ণাহারে মৎস্য বাজার নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আমীরুল ইসলাম ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলায় নানুর বিধানসভা এলাকার কীর্ণাহার বাজারে মৎস্য বাজারে মৎস্য কোলোস্টোর শিল্যানাস করেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ।

এই মৎস্য কোলস্টোর বীরভূমে তিন জায়গায় গড়ে উঠবে বলে জানান বীরভূম জেলার সভাধিপতি। তিন জায়গা হচ্ছে কিন্নাহার, সাঁইথিয়া ও রামপুরহাট তিনি আরো জানান কিন্নাহার ও সাঁইথিয়া তিন কোটি টাকার প্রোজেক্ট এবং রামপুরহাটে ৪কোটি টাকার ব্যায়ে গড়ে উঠবে মৎস্য কোলস্টোর প্রজেক্ট।

এই কোলোস্টোরে সুবিধা পাবেন মৎস্য চাষিরা কারণ সারাদিন বাজারে মাছ বিক্রির পর অবিক্রিত মাছ তারা কোলোস্টরে রেখে দিতে পারবেন। তাহলে অবিক্রি মাছ খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। এছাড়া আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মৎস্য চাষিরা মাছ এনে এখানে স্টক করতে পারবেন এবং মাছের নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র ফেলে না দিয়ে সেগুলো ও বিশেষভাবে সংরক্ষিত জায়গায় ফেলা হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্পে জন্য কিন্নাহারে মৎস্য ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানিয়েছেন।

এই শিল্যানাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতির কাজল শেখ নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।

প্রথম নজর

ঈদ প্রীতি ও দ্বীনি অনুষ্ঠান মিলনগড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্র পুর ২ নং ব্লকের অন্তর্গত মিলনগড়ের মাটিয়ারী ফুটবল ময়দানে মাটিয়ারী যুব কমিটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তথা দ্বীনি সমাবেশ। মৌলানা সাব্বির আহমেদ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে ' অপসংস্কৃতির সয়লাবে বিপন্ন মানবতা ' শীর্ষক এক আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবাইদুল্লাহ , সাহিত্যিক ও নাট্যকার এম ওয়াহেদুর রহমান, কবি মোহাম্মদ আব্দুর রহমান , মিলনগড় সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক মোঃ ইসমাইল । অনুষ্ঠানে কেরাত প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, ইসলামিক গান, তাৎক্ষণিক বক্তব্য, বিতর্ক সভা , কালেমা দৌড়, স্মৃতি বোধ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত অসংখ্য প্রতিযোগী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে। সমাবেশে অগনিত মানুষের ঢল নামে, তবে মেয়েদের উপস্থিতী ও ছিল নজর কাড়ার মতো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ লগ্নে দ্বীনি সমাবেশে ' তাওহীদের গুরুত্ব ' বিষয়ে আলোকপাত করেন ফাজিলাতুস শায়েখ মোহাম্মদ ইউসুফ ও ' সালাফি মানহাজ ও তার অপরিহার্যতা ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফাজিলাতুস শায়েখ আব্দুল আজিজ সালাফী। সমাবেশের আহ্বায়ক ডা.অসিম আক্রাম বলেন, বিজ্ঞানদীপ্ত হাইটেক সভ্যতার যুগে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একথা সত্য কিন্তুদিনের পর দিন ঘটে চলেছে মানবতার অবক্ষয়। সেই বিষয়ে আমরা নজর দিচ্ছি না, তাই আজকের এই সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম,যেন আমরা প্রকৃত মানবতার জয়গানে মুখরিত হতে পারি। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন বিশিষ্ট শিক্ষক মির মোসারফ হোসেন।

আপনজন: মগরাহাট দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত স্কুল মাঠ ময়দান বলি মার কাছে ঈদের নামাজ। ছবি: ওবাইদুল্লা লস্কর

বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে উপযুক্ত পরিষেবার দাবিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের দুটি গাড়ি আটকে বিক্ষোভ হাওড়ায়। মঙ্গলবার সকালে একইসাথে তিনটি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের ইছানগর এলাকায় বিক্ষোভ অবরোধের জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বড়গাছিয়া জাঙ্গিপাড়া রোড, মুন্সিরহাট সীতাপুর রোড এবং জগৎবল্লভপুর মোশার রোড অবরোধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে রয়েছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

একই ট্রেনে পরপর দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একই ট্রেনে পরপর পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় বুধবার সকালে মৃত্যু হলো দুই ব্যক্তির। ০৩১১৬ ডাউন লালগোলা-শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ধাক্কায় সকাল ৫ টা ১৫ মিনিট নাগাদ ভগবানগোলার রামচাঁদমাটি এলাকায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। পীরতলা স্টেশন পেরিয়ে ভগবানগোলার দিকে রেললাইন ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় পিছন থেকে আসা ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তার। মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন পরিচয় পত্র পাওয়া যায়নি। একই ট্রেনে সকাল ৫ টা ৩৫ মিনিট নাগাদ মুর্শিদাবাদ স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাইনে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সত্যনারায়ণ সাহা (৬১), তার বাড়ি জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত আজিমগঞ্জ এলাকায়। যদিও তিনি মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত পাঁচরাহা বাঁশগোলা এলাকায় থাকতেন।

উৎসবমুখর পরিবেশে কান্তিরপা ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের কান্তিরপা ঈদগা মাঠে এবছরের ঈদুল আযহা বা কুরবানীর নামাজ অনুষ্ঠিত হয় সোমবার সকাল ৭ টায়। প্রার্থনার এই মহৎ অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষজন একত্রিত হয়ে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তোলে। ঈদের এই পবিত্র মুহূর্তে ঈদগা মাঠ পরিণত হয় উচ্ছ্বাস ও আনন্দের কেন্দ্রবিন্দুতে। এখানে সকাল থেকেই জমায়েত হতে থাকেন স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন। সবার পরনে নতুন জামাকাপড়, মুখে হাসি এবং অন্তরে ঈদের আনন্দ। মাঠের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ। ঈদের নামাজের পর আগে কান্তিরপা ঈদগা মাঠে দেয়া হয় বিশেষ খুৎবা এদিন খুতবা দেন শাইখ আতাউর রহমান মাদানী। ইমাম সাহেব কুরবানির ত্যাগ ও এর মহত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এদিনের নামাজের অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার মানুষ। তাদের সমবেত প্রার্থনা ও আল্লাহর দরবারে বিনম্র নিবেদন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তৈরি করে। নামাজের পর শুরু হয় কুরবানির প্রস্তুতি। মানুষের মধ্যে ছিল আনন্দ ও উৎসাহ।
কুরবানি করা পশুর মাংস বিতরণ করা হয় দরিদ্রদের মধ্যে, যা এই পবিত্র দিনের প্রকৃত অর্থকে ফুটিয়ে তোলে।

ঈদের আবহে কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও শিক্ষামূলক সেমিনার বৈষ্ণবনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ঈদের আবহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল ইনফরমেশন সেন্টারের উদ্যোগে মালদার বৈষ্ণবনগরের পুরাতন ১৮ মাইল মোড়ে ছাত্র ছাত্রী, যুবক যুবতীদের সঠিক পথের দিশা দেখানোর লক্ষ্যে এবারও কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিক্ষামূলক সেমিনার নানা প্রতিযোগিতা আয়োজন হয়। এদিন শিক্ষামূলক ও সামাজিক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ব্যঞ্জক এই অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করা হয় । ২০২৩ ২৪ সালেসরকারি চাকরি প্রাপক ২৫ জন কে সংবর্ধনা প্রদান , এবারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০% এর বেশি নম্বর প্রাপক দুই ছাত্র, দলমত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক কাজের অবদানের জন্য বীরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমাজসেবী জিয়াউল হককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জিয়াউল হক সকল শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ফলে চামাগ্রাম রেলওয়ে আন্ডার পাস স্বীকৃতি পেয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দা তথা চাঁচল কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক ড: সিদ্ধার্থ শংকর ঘোষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিমুলতলা হাইমাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জোহর আহমেদ এছাড়াও ছিলেন এনটিপিসির ইঞ্জিনিয়ার পুলক কুমার আধগিরি, সমাজসেবী গয়ানাথ প্রামানিক, কালিয়াচক হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সায়েম আসগর, লক্ষীপুর হাই স্কুলের শিক্ষক সফিকুল আলম প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মোহা সেলিম হোসেন। উদ্যোক্তা সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সমাজের উন্নয়নে শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশের জন্য কাজ চলছে সোশ্যাল ইনফরমেশন সেন্টার। সমাজকে শিক্ষা সামাজিক মূল্যবোধ এবং কর্মসংস্থান নানাবিধ দিশা দেখাতে অনুষ্ঠান। ক্যারিয়ার কাউন্সিল যেমন কৃতি পড়ুয়া, সদ্য চাকুরী প্রাপকদের সংবর্ধিত করে অনুপ্রাণিত করছে । স্বাস্থ্য ,পুলিশ শিক্ষা, চিকিৎসা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা চাকরি হয়েছে যুবক যুবতীদের প্রায় ২৫ জন সংবর্ধিত হন। তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম অবধি কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা লেখনি, প্রবন্ধ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার ছাপ রাখছে এমন ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডা: সিদ্ধার্থ শংকর ঘোষ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। প্রায় ৫০ জনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্বোধিত করে অনুপ্রাণিত করল সংস্থা। অভিনব ও ও প্রশংসনীয় সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ ফলপ্রসু হবে আশা প্রকাশ করে তার আরো বক্তব্য চাকরি পেয়ে প্রত্যেকে যেমন নিজের উন্নতি করবেন তেমনি সমাজে বা পরিবারে প্রতিও একটু লক্ষ্য রাখবেন। তাদের পাশে দাঁড়াবেন যতটা সম্ভব। পরিবার প্রতিবেশীরাও সামগ্রিক এগিয়ে যাক। সামগ্রিক উন্নতির মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ সমাজ বা দেশ গড়ে উঠতে পারে। যাদের প্রতিভা রয়েছে তাদের তাদের পাশে দাঁড়ান। উদ্যোক্তাদের তরফে মোহাম্মদ সেলিম হোসেন, ফাজলে হক প্রমুখরা জানান, আমরা চাই সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিরা সম্মানিত হোক। এই সম্মান পেয়ে উনারাও নিজেদের ধন্য মনে করবেন আর অন্যান্যরা দেখে অনুপ্রাণিত হবেন। এলাকায় অনেক শিক্ষিত এবং দক্ষ ছেলেমেয়েরা প্রচারের এবং ফোকাসের অভাবে মানুষ জানতে পারছে না ফলে এলাকায় শিক্ষার যে বিকাশ ঘটছে সেটা প্রকাশ্যে আসছে না। ফলে ভালো খবর জানতে পারছে না। তাই আমরা প্রতিবছর খুজে খুজে কৃতি ছাত্র, যারা সদ্য চাকরি পেল, সমাজের ক্ষেত্রে সামাজিক কাজে অনন্য অবদান তাদের খুঁজে বের করে আমরা চেষ্টা করে থাকি সম্মানিত করার। একই ছাতার তলে কয়েক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে কয়েকশো পথ চলতি ওই স্থানীয় মানুষ প্রকাশ্য খোলা আকাশের মুক্তমঞ্চে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আসেন অভিভাবক অভিভাবকরাও। একই ছাতার তলে বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিতিতে অনন্য অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল।

ঈদের নামাজের খুতবায় বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষা করার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

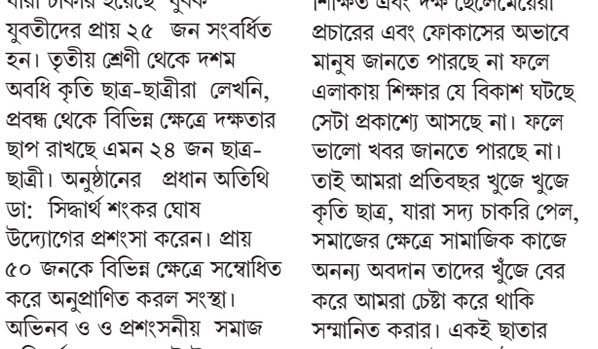

আপনজন: সোমবার হুগলির বৈদ্যবাটি চৌমাথা মুসলিম পাড়া জামে মসজিদে পবিত্র ঈদুল আযহার নামাজ পাঠ করে,সুভেচ্ছা জানায় রাজ্যবাসী,দেশ ও দেশের বাইরে সকল কে সেক্রেটারি মোঃ সায়েম আলি। পাশাপাশি অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি তথা ফুরফুরা শরীফের ভূমিপুত্র হাফেজ মাওলানা আবু আফজাল জিন্না সাহেব ঈদুল আযহার নামাজ পাঠ করে দেশবাসীর জন্য শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, মূলত কুরবানীর অর্থ হল,ত্যাগ মনের পবিত্রতা। উদ্দেশ্য , আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের। মাংস,গোস্ত খাওয়ার উদ্দেশ্য নয়। আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার আনন্দ অপরের জন্য নিরানন্দ না হয়। আমি এও লক্ষ্য করেছি, বিগত কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। প্রত্যেক থানার ওসি সেই এলাকার সম্মানিয় ইমাম সাহেব ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মানুষ জনকে ডেকে বিশেষ আলোচনা বা মিটিং করে স্পর্শকাতর বিষয়ে অবগত করেন।যাতে করে কোনো রকম অশান্তির বাতাবরণ তৈরি না হয়।তাই বাংলার প্রশাসন কে সাধুবাদ জানাবো। বলাবাহুল্য ঈদ,বকরাঈদ,মোহররম মাসের আশূরার দিন, দোলযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে, সকল ধর্মের মানুষ কে নিয়ে একসাথে সব কিছু বিষয়ে আলোচনা করেন। কারণ কেউ কোনো রকম ছোট্ট একটা বিষয় থেকে বড়সড়ধরনের কিছু অপ্রিতিকর ঘটনা না ঘটিয়ে ফেলে।তাই অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সকলকে বলব, ধর্মীয় বিধান মেনে চলুন ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন। কামনা করি সকলে ভালোভাবে এই উৎসবের করনিয় কাজগুলো পালন করুক।সকলে ভালো থাকুন এই দোয়ার মাধ্যমে প্রার্থনার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

বোলপুরে উদ্দীপনায় ঈদ উল আযহা

আপনজন: বোলপুর শান্তিনিকেতন লাগোয়া ভুবনডাঙ্গায় ঈদগাহে বোলপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ও তার আশেপাশে মুসলিম সম্প্রদায় মানুষ একত্রিত হয়ে ঈদুল আযহা নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়েরা একে অপরের বুকে বুক মিলিয়ে একে অপরকে ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছবি: কাজী আমীরুল ইসলাম

আপনজন: মালদহের মোথাবাড়ী ঈদগাহ ময়দানে ঈদ উল আজহায় সমবেত মুসল্লিরা। ছবি: নাজমুস সাহাদাত

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিবনগর মাঝের পাড়া ঈদগাহ ময়দান

আপনজন: ঈদের পরদিন পর্যটকের ভিড়ে মুর্শিদাবাদের মতিঝিল পার্কে। ছবিঃ সারিউল ইসলাম

আপনজন: হাওড়ার উলুবেড়িয়ার খলিসানির মালপাড়ায় ঈদের নামাজ।

ফ্রি চিকিৎসা মাদ্রাসায়

আপনজন: ঈদ উল্ আজহাউপলক্ষে ফ্রি চিকিৎসা শিবির হল বীরভূম জেলার পাইকর থানার পালিতপুর গ্রামের মাদ্রাসা এসবি দারুস সালাম মিসবাহুল উলুমে। এই শিবিরে রোগীদের চিকিৎসা করেন বিহার রাজ্যের পুর্ণিয়া জেলার ম্যাক্স-৭ হাসপাতালের সুপার ইন টেন্ডডেন্ট ডাঃ আব্দুল করিম সাহেব। উপস্থিত ছিলেন চিত্র শিল্পী মুহম্মদ মানিক চাঁদ শেখ ও কবি ফজল এ এলাহী প্রমুখ। ছবি: আজিম সেখ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লালবাগ আদালতে কলম ধর্মঘট আইনজীবীদের

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ঈদের আগের রাতে লালবাগ মহকুমা আদালতের এক আইনজীবী রাজেশ আলীর বাড়িতে চড়াও হয় কিছু দুষ্কৃতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতীরা তার বাড়িতে তান্ডব চালায়। মারধর করা হয় আইনজীবী রাজেশ আলী সহ তার পরিবারের সকল সদস্যদের। মুর্শিদাবাদ থানার তেতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিঙা গ্রামের ঘটনা। ঘটনার পর মুর্শিদাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই আইনজীবী। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।
কিন্তু বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় লালবাগ মহকুমা আদালতের শ্যামাসুন্দরী বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পেন ডাউন কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। বুধবার পেন ডাউন কর্মসূচি পালন করে আইনজীবীরা। বৃহস্পতিবারও আলোচনা করার পর পেন ডাউন কর্মসূচি রাখার কথা জানিয়েছে বার অ্যাসোসিয়েশন।

পুকুরের জলে বিষ, লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুকুরের জলে বিষ,ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক।সকাল হতেই পুকুর পারে আসতেই চক্ষু চরকগাছ মাছ চাষীর। যেখানে সেখানে জলে ভেসে বেড়াচ্ছে মৃত মাছ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার মানিকচকের শেখপুরা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে লিজে জমির পুকুর নিয়ে মাছ চাষ করেছিলেন মাছ চাষী আমিনুল হক। দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত তিনি। কিন্তু কখনোই এরকম অবস্থায় সম্মুখীন হতে হয়নি তাকে। এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। কেউ বা কারা রাতের অন্ধকারে শত্রুতার বসে পুকুরের জলে বিষ মিশিয়ে এরকম কর্মকাণ্ড করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। এরকম ক্ষতিতে রীতিমতন ভেঙ্গে পড়েছেন এবং তিনি জানান প্রায় লক্ষাধিক টাকা খুব কষ্ট করে জোগাড় করে মাছ চাষে লাগিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি হতাশার ভুগছেন। এ নিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মানিকচক থানায়। এই ঘটনার সাথে যুক্ত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি রেখেছেন তিনি। মানিকচক এলাকাতে বিভিন্ন জায়গায় এরকম পুকুরে মাছ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন বহু মানুষ। তবে এরকম ক্ষয়ক্ষতি হলে স্বাভাবিকভাবেই মাছ চাষের সাথে যুক্ত হতে ভয় পাবেন এলাকার মাছ চাষিরা।

মনোনয়ন জমা কৃষ্ণ কল্যাণীর

আপনজন: আগামী ১০ জুলাই রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে চলা রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণ কল্যাণী বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসক দপ্তরে তাঁর মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। কৃষ্ণ কল্যানী রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। ছবি: মোহাম্মদ জাকারিয়া

দাওয়াত
الدعوة

- হাজেরা আ. ও ইসমাইল আ.-এর ত্যাগে মক্কার জমজম কূপ
- ‘বাকারা’ পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা
- যেসব আমলে হজ-উমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়
- কাবাঘরে স্থাপিত পাথর নিয়ে মহানবী সা. যা বলেছেন

হাজেরা আ. ও ইসমাইল আ.-এর ত্যাগে মক্কার জমজম কূপ

ফেরদৌস ফয়সাল

হজরত ইবনে আব্বাস রা.-র বরাতে এই হাদিসটির বর্ণনা আছে। তিনি নবী সা.-এর কাছে নিচের ঘটনাটি শুনেছেন। নারীজাতি প্রথম কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে ইসমাইল আ.-এর মায়ের কাছ থেকে। হাজেরা আ. কোমরবন্ধ লাগাতেন সারা আ.-এর কাছে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। হাজেরা আ. শিশুসন্তান ইসমাইল আ.-কে দুধ পান করানোর সময়ে হজরত ইব্রাহিম আ. তাঁদের নিয়ে বের হলেন। কাবার কাছে মসজিদের উঁচু অংশে জমজম কূপের ওপরে অবস্থিত একটা বিরাট গাছের নিচে ইব্রাহিম আ. তাঁদের দুজনকে রাখলেন। তখন মক্কায় মানুষ বা পানির ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে সেখানেই তাঁদের রেখে ইব্রাহিম আ. ফিরে চললেন।

ইসমাইল আ.-র মা পিছু পিছু এসে বারবার বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহিম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আপনি আমাদের এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে কোনো সাহায্যকারী বা কোনো ব্যবস্থাই নেই। ইব্রাহিম আ. তাঁর দিকে তাকালেন না। হাজেরা আ. তাঁকে বললেন, আল্লাহই কি আপনাকে এ আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজেরা আ. বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। তিনি ফিরে এলেন।

ইব্রাহিমও আ. সামনে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে গিরিপথের বাঁকে পৌঁছে যখন স্ত্রী-সন্তানকে আর দেখতে পেলেন না, তখন কাবাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে দোয়া করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার পরিবারের কয়েকজন আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায়...যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইসমাইলের মা ইসমাইল আ.কে স্তন্যের দুধ পান করাতেন। আর নিজে ওই মশক থেকে পানি খেতেন। মশকের পানি এক সময় ফুরিয়ে গেল। তিনি আর তাঁর শিশুপুত্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটিকে দেখতে লাগলেন। তৃষ্ণায় তাঁর বুক ধড়ফড় করছে। শিশুপুত্রের এ করুণ অবস্থার দেখা অসহনীয় হয়ে পড়ল।

তিনি সরে এলেন। সাফা ছিল তাঁর কাছাকাছি পর্বত। তিনি সেটির ওপরে উঠে ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কাউকে দেখা যায় কিনা। তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। সাফা পর্বত থেকে নেমে তিনি নিচের ময়দানে পৌঁছালেন। বস্ত্রের একটি প্রান্ত তুলে ধরে ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের মতো ছুটে চললেন তিনি। ময়দান পার হয়ে এক সময় মারওয়া পাহাড়ের ওপর উঠে এলেন। আবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে পাওয়া যায় কিনা। কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন।

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন যে নবী সা. বলেছেন, এ জন্যই মানুষ এ পর্বত দুটোর মাঝখানে সাঈ করে থাকে।

তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে ওঠার পর একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা করো। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শুনে বললেন, তুমি তো তোমার আওয়াজ শুনিয়েছ। তোমার কোনো সাহায্যকারী আছে?

তক্ষুনি জমজম কূপের কাছে তিনি একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। ফেরেশতাটি নিজের পায়ের গোড়ালি (বা ডানা) দিয়ে আঘাত করলেন। এতে পানি বের হতে লাগল।

হাজেরা আ. এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধ দিয়ে এক চৌবাচ্চার মতো করে নিয়ে হাতের আঁজলা ভরে তাঁর মশকে পানি ভরতে লাগলেন। পানি উপচে পড়ছিল।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন যে নবী সা. বলেছেন, ইসমাইলের মাকে আল্লাহ রহম করুন। তিনি যদি বাঁধ না দিয়ে জমজমকে ছেড়ে দিতেন (কিংবা বলেছেন, যদি আঁজলা ভরে পানি মশকে জমাতেন), তাহলে জমজম একটি কূপ না হয়ে প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, অতঃপর হাজেরা আ. নিজে পানি খেলেন, শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। ফেরেশতাটি তখন তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোনো আশঙ্কা করবেন না। কারণ এখানেই আল্লাহর ঘর। এই শিশুটি আর তাঁর পিতা মিলে এখানে ঘর তুলবে। আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনো ধ্বংস করেন না।

আল্লাহর ঘরের স্থানটি তখন ছিল জমিন থেকে টিলার মতো উঁচু। বন্যা আসায় এর ডানে-বাঁয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। হাজেরা আ. এভাবেই দিনযাপন করছিলেন। এক সময় জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল (অথবা, রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামে একটি উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল)। মক্কায় তারা নিচু ভূমিতে নেমে এল। তারা দেখল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তারা বলল, নিশ্চয় এই পাখিগুলো পানির ওপর উড়ছে। আমরা বহুবার ময়দানের এ পথ পার হয়েছি, কিন্তু এখানে কখনো পানি ছিল না। দুয়েকজন লোককে তারা সেখানে পাঠাল।

তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। খবর শুনে সবাই সেদিকে এগিয়ে গেল।

রাবী বলেন, ইসমাইল আ.-এর মা পানির কাছে ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার কাছাকাছি বসবাস করতে চাই। অনুমতি দেবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এই পানির ওপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা ‘হ্যাঁ’ বলে তাদের মত প্রকাশ করল।

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন যে নবী সা. বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাইলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন।

তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল। পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠালে তারাও এসে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগল। পরে তাদেরও কয়েকটি পরিবার এসে বসতি করল।

এ দিকে ইসমাইল আ.যৌবনে উপনীত হলেন। তাদের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। তিনি পূর্ণ যৌবন পেলে তারা তাঁর সঙ্গে নিজেদের একটি মেয়েকে বিয়ে দিল। এর মধ্যে ইসমাইলের মা হাজেরা আ. ইন্তেকাল করলেন।

ইসমাইলের বিয়ের পর ইব্রাহিম আ. তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এলেন, কিন্তু ইসমাইলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। পুত্রবধূকে তিনি তাদের জীবনযাত্রা আর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরবস্থা, খুব টানাটানি আর নিদারুণ কষ্টে আছি। ইব্রাহিম আ.-এর কাছে সে তাদের দুর্দশা নিয়ে অভিযোগ করল।

তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়। ইসমাইল আ. বাড়ি ফিরে এসে যেন কিছুটা আভাস পেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিয়েছি। তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি জানালাম, আমরা খুব কষ্টে আর অভাবে আছি।

ইসমাইল আ. জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে কোনো নসিহত করেছেন? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই। তিনি আরও বলেছেন যেন আপনি ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন।

ইসমাইল আ. বললেন, তিনি আমার বাবা। এ কথার মাধ্যমে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আমি তোমাকে আলাদা করে দিই। কাজেই তুমি তোমার নিজের লোকজনের কাছে চলে যাও। এই বলে ইসমাইল আ. তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন। এর পর ওই লোকদের মধ্য থেকে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করলেন।

আল্লাহ যত দিন চাইলেন, ইব্রাহিম আ. এদের থেকে দূরে রইলেন। এর পর তিনি আবার তাঁদের দেখতে এলেন। এবারও তিনি ইসমাইল আ.-এর দেখা পেলেন না। পুত্রবধূর কাছে এসে তিনি তাঁকে ইসমাইল আ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহিম আ. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে বলল, আমরা ভালো ও সচ্ছল অবস্থায় আছি। সে আল্লাহর প্রশংসাও করল।

ইব্রাহিম আ. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কী? সে বলল, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কী? সে বলল, পানি।

ইব্রাহিম আ. দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দিন।

নবী সা. বলেন, ওই সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো, তাহলে ইব্রাহিম আ. সে বিষয়েও তাদের জন্য দোয়া করতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ছাড়া আর কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দিয়ে জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশত ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না।

ইব্রাহিম আ. বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে তাঁকে সালাম বলে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। ইসমাইল আ. যখন ফিরে এসে বললেন, তোমাদের কাছে কি কেউ এসেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। সে তাঁর প্রশংসা করর বলল, তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার খবর জানিয়েছি। তিনি আমার কাছে আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি, আমরা ভালো আছি।

ইসমাইল আ. বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোনো কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি আপনাকে সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনি আপনার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখেন।

ইসমাইল আ. বললেন, তিনিই আমার বাবা। তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। এ কথার মাধ্যমে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখি।

যতদিন আল্লাহ চাইলেন, ইব্রাহিম আ. তাদের কাছ থেকে দূরে রইলেন। তিনি আবার এলেন। (দেখতে পেলেন,) জমজম কূপের কাছের একটি বিরাট গাছের নিচে বসে ইসমাইল আ. একটি তির মেরামত করছেন। বাবাকে দেখতে পেয়ে তিনি উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। বাবার সঙ্গে ছেলের সাক্ষাৎ হলে যেমন হয়ে থাকে, তাঁরা তা-ই করলেন।

ইব্রাহিম আ. বললেন, হে ইসমাইল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসমাইল আ. বললেন, আপনার রব আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইব্রাহিম আ. বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি?

ইসমাইল আ. বললেন, করব।

ইব্রাহিম আ. বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন। সেটির চারপাশে ঘেরাও দিয়ে তখনই তাঁরা দুজন মিলে কাবার দেওয়াল তুলতে লেগে গেলেন। ইসমাইল আ. পাথর আনতেন আর ইব্রাহিম আ. নির্মাণ করতেন। দেওয়াল যখন উঁচু হয়ে উঠল, তখন ইসমাইল আ. (মাকামে ইব্রাহিম নামে খ্যাত) পাথরটি এনে ইব্রাহিম আ.-এর জন্য যথাস্থানে রাখলেন। ইব্রাহিম আ. তার ওপর দাঁড়িয়ে নির্মাণকাজ করতে লাগলেন। ইসমাইল আ.-ও তাঁকে পাথর জোগান দিতে থাকলেন।

তাঁরা দুজনই এই দোয়া করতে থাকলেন, হে আমাদের রব! আমাদের কাছ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কাবাঘর তৈরি করতে লাগলেন এবং কাবাঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে এই দোয়া করতে থাকলেন, ‘হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন’। (আল-বাকারা ১২৭)

সহিহ্ বুখারি, হাদিস: ৩৩৬৪

সুরা ইখলাসে তওহিদের শিক্ষা

ফেরদৌস ফয়সাল

সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের ১১২তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর রুকু ১, আয়াত ৪। এই সূরায় তওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণার পর আল্লাহর সন্তানসন্ততি আছে বলে যে ভ্রান্ত ধারণা করা হয়, তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। আল্লাহ সব অভাবের অতীত এবং তাঁর কোনো তুলনা নেই।

তওহিদের শিক্ষা

ইসলামের মর্ম হচ্ছে তওহিদ। এ সূরায় শেখানো হয়, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারও থেকে জন্ম নেননি, কোনো কিছুর সমতুল্য নন তিনি।

কুরআন শরিফ আমাদের তিনটি মৌলিক জিনিস শেখায়: তওহিদ, আখিরাত ও রিসালাত। অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও অহি। অন্য যেকোনো বিশ্বাস এই তিনটার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহ, আখিরাত এবং আল্লাহর প্রেরিত ওহির প্রতি বিশ্বাস। যখন আমরা বলি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, এর মধ্যে আল্লাহর সব নাম, সব গুণ, কাজকে বোঝায়। যখন বলি, আখিরাতে বিশ্বাস, তার মধ্যে কবরের জীবন, বিচার দিবস, জান্নাত, জাহান্নাম-সব এসে যায়। এভাবে যদি চিন্তা করি, তাহলে বোঝা যায়, বিশ্বাসের এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথাই বর্ণিত হয়েছে এই সূরাতে। কেউ যদি শুধু বোঝেন যে এই সূরাতে কী বলা হয়েছে, তাহলে ইসলামের পথচলা শুরু করার মূলটা তিনি ধরতে পেরেছেন।

হজরত আয়েশা রা.-র কাছ থেকে এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, এক যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সা. একজন লোককে নেতা নিযুক্ত করে দেন, তিনি নামাজে ইমামতি করার সময় সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা শেষে প্রতি রাকাতেই সূরা ইখলাস পড়তেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে লোকেরা এ নিয়ে অভিযোগ করলে তিনি লোকটিকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি উত্তর দেন যে এই সূরায় তিনি আল্লাহর পরিচয় পান, তাই এই সূরাকে ভালোবাসেন। এ কথা শুনে রাসুল সা. বললেন, তাহলে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসেন।

যেসব আমলে হজ-উমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়

জাওয়াদ তাহের

সেলাইবিহীন দুই টুকরা সাদা কাপড় পরে পবিত্র কাবা শরিফ তাওয়াফ করা প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন। ‘লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক’ (হে আল্লাহ, আমি হাজির) ধ্বনিতে মুখরিত হয় মক্কার আরাফার ময়দান। লাখো মুসল্লির হৃদয়ের মণিকোঠায় লালন করেছিল এ বছর হজে যাওয়ার। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই সোনালি স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয় না।

তবে দয়াবান আল্লাহ এমন কিছু পথ বের করে দিয়েছেন; যদি কেউ ঈমান ও বিশ্বাসের সঙ্গে এবং পরকালে সওয়াবের আশায় আমলগুলো করে তাহলে যে কেউ মকবুল হজ অথবা উমরাহর সওয়াব পেতে পারেন। নবীজি সা. বিভিন্ন হাদিসে সেসব আমল বলে দিয়েছেন। তা হলো-

১. মসজিদে দ্বিন শেখা বা শেখানো

দ্বিন শেখা বা শেখানো বিভিন্ন হাদিসে ফুটে উঠেছে। আর দ্বিন শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়া অনেক বড় সওয়াবের একটা কাজ।

আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি মসজিদে গেল কোনো ভালো কথা শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে, সে পরিপূর্ণরূপে হজ আদায়কারী একজন ব্যক্তির মতো সওয়াব লাভ করবে।’ (তাবারানি, হাদিস : ৭৪৭৩)

২. নামাজের পর জিকির

অল্প সময় নামাজের পর তাসবিহ পাঠ করার দ্বারা হজের সওয়াব মেলে। আবুদ্দারদা রা. থেকে বর্ণিত আছে, আমরা একবার রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলি, হে আল্লাহর রাসুল! ধনী ব্যক্তিরা সওয়াবের ক্ষেত্রে আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাঁরা হজ করেন, আমরা হজ করি না। তাঁরা সংগ্রাম-যুদ্ধে শরিক হন, আমরা শরিক হতে পারি না। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘আমি কি তোমাদের এমন আমলের কথা বলব যেটা তোমরা করলে তারা যে আমল করে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে? আর সেটা হলো প্রতি নামাজের পর তোমরা ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ও ৩৩ আলহামদু লিল্লাহ পড়ো।’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১১১৫৪)

৩. ইশরাক পড়া

শরিয়তের পরিভাষায়, সূর্যোদয়ের পর এবং সূর্যের পূর্ণ কিরণ বিচ্ছুরিত হওয়ার পর মাত্র দুই-চার রাকাত ইশরাকের নামাজের দ্বারা মিলবে হজ ও উমরাহর সওয়াব। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করে, এর পর বসে থেকে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত জিকির-আজকারে নিমগ্ন থাকে, পরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, সে একটি হজ ও একটি উমরাহর সওয়াব লাভ করবে। পরিপূর্ণ! পরিপূর্ণ! পরিপূর্ণ!’ (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৫৮৬)

৪. পিতা-মাতার সেবা

পিতা-মাতার সেবা ও তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার দ্বারা হজের সওয়াব লাভ হয়।

আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সা.-এর কাছে এসে বলল, আমি জিহাদে-সংগ্রামে অংশ নিতে চাই, কিন্তু আমার সেই সামর্থ্য ও সক্ষমতা নেই। তখন রাসুলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার মাতা-পিতার কেউ কি জীবিত আছেন?’ লোকটি বলল, আমার মা জীবিত আছেন। তখন রাসুল সা. বলেন, ‘তাহলে মায়ের সেবা করে আল্লাহর নিকট যুদ্ধ-সংগ্রামে যেতে না পারার অপারগতা পেশ করো। এভাবে যদি করতে পারো এবং তোমার মা সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তুমি হজ, উমরাহ এবং যুদ্ধ-সংগ্রামের সওয়াব পেয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং মায়ের সেবা করো।’ (মাজমাউজ জাওয়াইদ, হাদিস : ১৩৩৯৯)

৫. জামাতে নামাজ আদায়

আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজি সা. বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে ফরজ নামাজ আদায় করল সে যেন হজ করে এলো। আর যে ব্যক্তি নফল নামাজ আদায় করতে মসজিদে গমন করল সে যেন উমরাহ করে এলো।’ (তাবারানি, হাদিস : ৭৫৭৮)

৬. জুমার নামাজ

জুমার নামাজে আগে যাওয়া এটি আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দনীয় আমল। এই আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা হজের সওয়াব দান করবেন। সাহাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তোমাদের জন্য প্রত্যেক জুমায় হজ ও উমরাহ লাভের সুযোগ রয়েছে। হজের সওয়াব লাভের জন্য সর্বাগ্রে তথা দ্বিপ্রহরে মসজিদে যাওয়া। আর জুমার নামাজের পর আসরের নামাজের জন্য অপেক্ষা থাকার দ্বারা উমরাহর সওয়াব লাভ হয়।’ (বায়হাকি, হাদিস : ৫৯৫০)

৭. মসজিদে কুবায় নামাজ

মসজিদে কুবায় নামাজ আদায় করায় ওমরার সওয়াব লাভ হয়। রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর মসজিদে কুবায় এসে কোনো নামাজ আদায় করল, সে উমরাহর সওয়াব হাসিল করল।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪১২)

‘বাকারা’ পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা

ফেরদৌস ফয়সাল

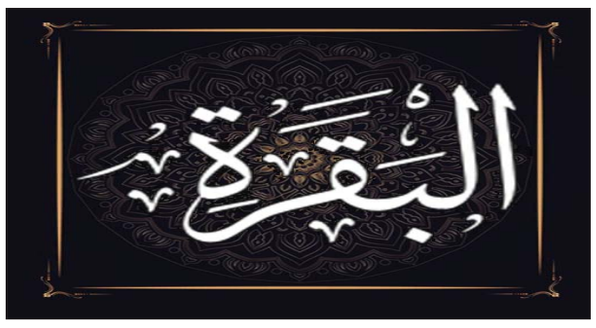

বাকারা অর্থ গাভি। এই সূরার এক স্থানে গাভি নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরাটি পবিত্র মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এতে ৪০ রুকু, ২৮৬ আয়াত আছে।

সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াত ‘আয়াতুল কুরসি’ নামে পরিচিত। এটি কুরআন শরিফের প্রসিদ্ধ আয়াত। পুরো আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদ, মর্যাদা ও গুণের বর্ণনা থাকায় আল্লাহ-তাআলা এ আয়াতের মধ্যে অনেক ফজিলত রেখেছেন। এ সূরার শেষ দুটি আয়াতের (২৮৫-২৮৬) রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও তাৎপর্য।

সূরা বাকারাকে মোটাদাগে ৯ ভাগে ভাগ করা যায়।

১ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা। (আয়াত ১-২০)

২য় ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান। (আয়াত ২১-৩৯)

৩য় ভাগ: বনি ইসরাইল জাতির প্রতি প্রেরিত আইনকানুন। (আয়াত ৪০-১০৩)

৪র্থ ভাগ: ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা ও তাঁর জাতি। (আয়াত ১০৪-১৪১)

৫ম ভাগ: নামাজের দিক পরিবর্তন। (আয়াত ১৪২-১৫২)

৬ষ্ঠ ভাগ: মুসলিম জাতির ওপর পরীক্ষা। (আয়াত ১৫৩-১৭৭)

৭ম ভাগ: মুসলিম জাতির প্রতি প্রেরিত আইনকানুন। (আয়াত ১৭৮-২৫৩)

৮ম ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান। (আয়াত ২৫৪-২৮৪)

৯ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা। (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

১ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা

শুরুর দিকে আল্লাহ কুরআন শরিফকে হেদায়াত ও সঠিক দিকনির্দেশনা হিসেবে মানব জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন (আয়াত ২)। এই হেদায়াতকে যারা গ্রহণ করে তারা মোমিন বা বিশ্বাসী। যারা হেদায়াতকে অস্বীকার করে বর্জন করে তারা কাফির বা অবিশ্বাসী, আর যারা অল্প কিছুটা হেদায়াত গ্রহণ করে কিন্তু নিজেদের হীন স্বার্থে কাজে লাগায় তারা মুনাফিক বা কপট। সূরার শুরুর দিকে আল্লাহ তিন প্রকার মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও কপট। তৃতীয় আয়াতে (আয়াত ৩-৫) তিনি অল্প কথায় বিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে (আয়াত ৬-৭) তিনি আরও অল্প কথায় অবিশ্বাসীদের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর কপটদের পরিচয় দিতে তিনি ১৪ আয়াত (আয়াত ৮-২০) ব্যবহার করেছেন। যেহেতু কপটরা তাদের চিন্তাধারা গোপন রাখে, তাদের চিনতে কষ্ট হয়, তাই আল্লাহ এভাবে বিশদ বর্ণনা করে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর ২১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ এ তিন শ্রেণির মানুষকে একসঙ্গে ডেকে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

২য় ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান

১ম ভাগে বর্ণিত ইমান, কুফরি ও মুনাফেকি–সৃষ্টির শুরুর দিক থেকেই বিষয়গুলো ছিল। এই ভাগে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কথা বলেছেন, মানব সৃষ্টির শুরুতে অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে মানুষ আদম আ.-এর সময়কার ঘটনা বর্ণনা করেছেন ও আল্লাহর নেওয়া পরীক্ষায় তিনি যথাযথভাবে উত্তীর্ণ না হওয়ায় তাঁর পরিণতির (পৃথিবীতে নেমে আসার ও পরে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার) কথা বর্ণিত হয়েছে।

৩য় ভাগ: বনি ইসরাইল জাতিকে পাঠানো আইনকানুন

আল্লাহ যেমন অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে পছন্দ করে আদম আ.-এর মাধ্যমে দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা বানিয়েছেন, তেমনি আস্তে আস্তে পৃথিবীতে অনেক মানুষ হওয়ার ফলে শুধু একজন মানুষ নয়; বনি ইসরাইল নামে একটা জাতিকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, যারা আল্লাহর প্রদর্শিত পথ জানার পর অন্য সব জাতিকেও পথ দেখাতে পারে। সূরার এই বড় ভাগটিতে আল্লাহ তাদের দেওয়া অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও যে তারা তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি, তা বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাদের ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়েছেন, যার অধিকাংশেই তারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এই ভাগে আল্লাহ বেশ কিছু উপদেশ ও জ্ঞান দিয়েছেন।

৪র্থ ভাগ: ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা ও তাঁর জাতি

ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা ও তাঁর জাতি বনি ইসরাইলিরা দাবি করতে থাকে যে, তাদের ওপর আল্লাহর যে অনুগ্রহ ছিল, এর ধারাবাহিকতায় সব নবীই ইসরাইলি হবে। আরব থেকে কেন মুহাম্মদ সা. নবী হবেন? জবাবে আল্লাহ ইবরাহিম আ.-এর কথা তুলে ধরেন ও ইবরাহিম আ.-এর পরীক্ষার কথা বলেন। ইবরাহিম আ. সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁকে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। এরপর ইবরাহিম আ.-এর ছেলে ইসমাইল আ. ও পৌত্র ইয়াকুব আ.-এর কথা বর্ণনা করে আল্লাহ বোঝাতে চান যে, দুই বংশেরই মূল পিতা ইবরাহিম আ. এবং তাঁরা সবাই ছিলেন ‘মুসলিম’।

৫ম ভাগ: কিবলার পরিবর্তন

এই ভাগে ইবরাহিম আ.-এর তৈরি করা কাবার দিকেই কিবলা নির্ধারণ করা হয়। মুসলিমদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে। আল্লাহ এই জাতির ওপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন বলে অন্য সবাইকে বিভেদ ও অহংকার ভুলে এই কিবলা এবং জাতিকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।

৬ষ্ঠ ভাগ: মুসলিম জাতির পরীক্ষা

২য় ভাগে আদম আ.-এর ওপর পরীক্ষা, ৩য় ভাগে বনি ইসরাইলের ওপর পরীক্ষা, ৪র্থ ভাগে ইবরাহিম আ.-এর ওপর পরীক্ষা বর্ণনা করার পর এই ভাগে মূলত মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহর পরীক্ষার বিষয়টি রয়েছে। আদম আ. পরীক্ষায় সফল হননি। বনি ইসরাইল জাতি অধিকাংশ পরীক্ষায় সফল হয়নি। ইবরাহিম আ. পরীক্ষায় শতভাগ সফল হয়েছেন। মুসলিম জাতির ওপরও আল্লাহ পরীক্ষা নিচ্ছেন ও নেবেন, যেন তিনি দেখে নিতে পারেন আগের নিদর্শন থেকে শিখে তারা উত্তীর্ণ হতে পারে কি না।

৭ম ভাগ: মুসলমানদের কাছে পাঠানো আইনকানুন

৭ম ভাগে এসে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, কী কী আইনকানুনের মাধ্যম তিনি মুসলমানদের পরীক্ষা নেবেন। এই আইনকানুনের মধ্যে এ অংশে তিনি কেসাস, উত্তরাধিকার, রোজা, হজ, ব্যয়, জিহাদ, মদ, জুয়া, বিবাহ, নারী ও পরিবার, তালাক, নামাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত আইনকানুন বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ এ ভাগে পবিত্র রমজান মাসকে মুসলমানদের দিয়েছেন। ৮ম ভাগ: সৃষ্টি ও জ্ঞান এই অংশে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কথা বলেন। এরপর মূলত এই অংশে ৭ম ভাগেরই ধারাবাহিকতা করে পরীক্ষার অংশ হিসেবে অর্থব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে আয়, ব্যয় করা যায় এবং কোন আয়ব্যয় সবচেয়ে খারাপ, তা আল্লাহ এখানে বলে দিয়েছেন। অর্থলোভের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। ২য় ভাগে আদম আ.-কে যেমন শয়তান লোভ দেখিয়েছিল ও কুমন্ত্রণা দিয়েছিল, তেমনি এখানে শয়তানের দেওয়া কুমন্ত্রণা ও লোভের কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান দিয়েছেন।

৯ম ভাগ: ইমান থাকা, না থাকা

এই অংশটি আসলে উপসংহার। আগের সব ভাগের সারসংক্ষেপ হিসেবে এটি উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম ভাগের ইমান, দ্বিতীয় ভাগের সৃষ্টি ও উপদেশ, তৃতীয় ভাগের পূর্ববর্তী জাতির কথা, চতুর্থ ভাগের নবীর কথা, পঞ্চম ভাগের মুসলিম জাতি (আমরা), ষষ্ঠ ভাগের পরীক্ষা, সপ্তম ভাগের আইনকানুন, অষ্টম ভাগের উপদেশের কথা এখানে আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাবা শরিফের মাতাফে মার্বেল পাথরের অপূর্ব কাহিনি

ফেরদৌস ফয়সাল

যাঁরা উমরাহ বা হজ পালন করতে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন, কাবা শরিফের মাতাফ (যেখানে তাওয়াফ করা হয়) খোলা আকাশের নিচে। প্রচণ্ড রোদে যখন চামড়া পুড়ে যাওয়ার জোগাড়, সে মুহূর্তে তাওয়াফ করতে গেলে পায়ে কোনো কষ্ট অনুভূত হয় না, বরং পায়ের পাতায় বেশ প্রশান্তির অনুভূতি হয়। হারামাইন (মক্কা-মদিনা) সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ভার দেওয়া হয়েছিল মিশরীয় স্থপতি ড. মোহাম্মাদ কামাল ইসমাইলের ওপর। তিনি চেয়েছিলেন, তাওয়াফকারীদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য মসজিদুল হারামের মেঝে এমন কোনো মার্বেল পাথরে ঢেকে দিতে, যার বিশেষ তাপ শোষণের ক্ষমতা আছে। অনেক গবেষণার পর এ রকম মার্বেল পাথরের সন্ধান পাওয়া যায় গ্রিসের ছোট্ট একটি পাহাড়ে। আর কোথাও সে মার্বেলের ভালো মজুত পাওয়া যায়নি।

স্থপতি কামাল ইসমাইল গ্রিসে গিয়ে মার্বেল কেনার চুক্তি সই করেন। সাদা মার্বেলের মজুত চলে এলে সেগুলো দিয়ে বিশেষ নকশায় মসজিদুল হারামের মেঝে গড়ে তোলা হয়। এই ঘটনার ১৫ বছর পর সৌদি সরকার কামাল ইসমাইলকে আবারও ডেকে মদিনার মসজিদে নববির চারপাশের চত্বরও একইভাবে সাদা মার্বেল দিয়ে ঢেকে দেওয়ার দায়িত্ব নেন।

ড. মোহাম্মাদ কামাল ইসমাইল দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে আবার গ্রিসে গেলেন। তাঁর জানা ছিল না, সেই মার্বেল পাথর আর আছে কি না। গ্রিসে গিয়ে জানতে পারেন, ১৫ বছর আগে পাহাড়টির বাকি পাথর বিক্রি হয়ে গেছে।

বিমর্ষ কামাল ইসমাইল এ কথা শুনে হাতে থাকা কফি পর্যন্ত শেষ করতে পারেননি। পরের ফ্লাইটে তিনি মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ফিরে আসার আগে বাকি মার্বেল পাথরের ক্রেতার নাম-ঠিকানা জানতে চান। তাঁকে বলা হয়, ১৫ বছর আগের লেনদেনের তথ্য বের করতে সময় লাগবে। পেলে জানানো হবে। পরদিন তাঁকে জানানো হলো, ক্রেতার নাম-ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেছে। নিরাশ মনে আবার সেই অফিসের দিকে তিনি যাত্রা করেন। ঠিকানা হাতে পেয়ে তাঁর হৃৎকম্পন বেড়ে যায়। কেননা কাগজের তথ্য অনুযায়ী ক্রেতা এক সৌদি কোম্পানি।

স্থপতি কামাল ইসমাইল সেদিনই সৌদি আরবে ফিরে যান। ক্রেতা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চান, ১৫ বছর আগে গ্রিস থেকে কেনা সেই মার্বেল পাথর দিয়ে তাঁরা কী করেছেন। ভদ্রলোক প্রথমে সহসা কিছুই মনে করতে পারলেন না। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, সেই সাদা মার্বেলের পুরো আমদানিটাই পড়ে আছে। কোথাও ব্যবহার করা হয়নি।

এ তথ্য শুনে কামাল ইসমাইলের চোখ থেকে শিশুর মতো অশ্রু ঝরতে শুরু করল। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভদ্রলোক তাঁর কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

পরে ড. কামাল ওই কোম্পানিকে সৌদি সরকারের পক্ষে একটি চেক দিয়ে তাতে ইচ্ছেমতো অঙ্ক বসিয়ে নিতে বলেন। কিন্তু কোম্পানির মালিক যখন জানলেন, এই সাদা মার্বেল পাথর মসজিদে নববির চত্বরে বসানো হবে, তখন তিনি চেক নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ‘আল্লাহ আমাকে দিয়ে এটা কিনিয়েছিলেন, আবার তিনিই আমাকে এর কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন।’ সেই মার্বেল পাথর রাসুল সা.-এর মসজিদের উদ্দেশ্যে এসেছিল। সেই সাদা পাথর দিয়ে মসজিদে নববির চত্বরও মুড়ে দেওয়া হয়।

স্থপতি ড. মোহাম্মাদ কামাল ইসমাইল (১৯০৮-২০০৮) ইসলামি স্থাপত্যে তিনটি ডক্টরেট ডিগ্রি করেছেন। শতবর্ষী এই স্থপতি তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় মক্কা ও মদিনার দুই মসজিদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেননি। সৌদি বাদশাহ ফাহাদ এবং বিন লাদেন গ্রুপের সুপারিশ কাজে আসেনি।

অবলীলায় তাঁদের মোটা অঙ্কের চেক ফিরিয়ে দেন।

তাঁর প্রশ্ন ছিল, ‘এ দুই পবিত্র মসজিদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিয়ে শেষবিচারের দিনে আমি কোন মুখে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াব?’

কাবাঘরে স্থাপিত পাথর নিয়ে মহানবী সা. যা বলেছেন

শরিফ আহমাদ

হাজরে আসওয়াদ একটি মূল্যবান পাথর। এটি পবিত্র কাবার দেয়ালে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেড় মিটার উচ্চতায় স্থাপিত। এ পাথর তাওয়াফের সূচনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাওয়াফের সময় হাজিদের পাথরটিতে সরাসরি কিংবা ইশারায় চুমা দিতে হয়।

মূল্যবান এই পাথর জান্নাত থেকে এসেছে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন সেটি ছিল দুধ থেকেও শুভ্র। মানুষের গুনাহ এটিকে এমন কালো করে দিয়েছে।

(তিরমিজি, হাদিস : ৮৭৭; নাসায়ি, হাদিস : ২৯৩৫)

জান্নাতি পাথর হাজরে আসওয়াদ

বাইতুল্লাহ নির্মাণের সঙ্গে হাজরে আসওয়াদের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও বাইতুল্লাহর প্রথম নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহিম আ. পুত্র ইসমাঈল আ.-কে সঙ্গে নিয়ে বাইতুল্লাহর নির্মাণকাজ শুরু করেন। যখন রুকনে ইয়ামানির কাছে পৌঁছলেন, তখন ইবরাহিম আ. ইসমাঈল আ.-কে একটি সুন্দর পাথর আনতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, আমি রুকনের ওপর তা স্থাপন করব, যা বিশ্ববাসীর জন্য একটি প্রতীক হয়ে থাকবে।

ইসমাঈল আ. একটি পাথর আনেন। কিন্তু ইবরাহিম আ.-এর পছন্দ হয়নি। তখন তিনি বলেন, অন্য একটি নিয়ে আসো।

ইসমাঈল আ. পাথরের সন্ধানে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন সেখানে পাথর স্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করেন, সম্মানিত পিতা! কে এই পাথর এনে দিল? তিনি বলেন, যিনি তোমার ওপর নির্ভর করেননি। অর্থাৎ জিবরাইল আ. আকাশ থেকে নিয়ে এসেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নুহ আ.-এর প্লাবনের সময় আল্লাহ তাআলা কাবাকে আকাশে উঠিয়ে নেন এবং হাজরে আসওয়াদকে আবু কুবায়স পর্বতে উঠিয়ে রাখেন।

অতঃপর ইবরাহিম আ.-এর নির্মাণের সময় যখন তিনি ইসমাঈল আ.-কে সুন্দর পাথর আনতে নির্দেশ দেন, যা বিশ্ববাসীর জন্য প্রতীক হবে, তখন আবু কুবায়স পর্বত থেকে ডাক আসে যে আমার কাছে তোমার একটি আমানত আছে। সেই আমানত গ্রহণ করো। এই বলে আবু কুবায়স পর্বত হাজরে আসওয়াদকে ইবরাহিম আ.-এর কাছে সোপর্দ করে। অতঃপর ইবরাহিম আ. তা যথাস্থানে স্থাপন করেন। (কাসাসুল আম্বিয়া : ৯২৯৩; সীরাত বিশ্বকোষ : ৩৬৯)

কুরাইশদের দ্বন্দ্ব নিরসন

রাসুলুল্লাহ সা.-এর বয়স যখন ৩৫ বছর ছিল, তখন কুরাইশরা বাইতুল্লাহকে নতুন করে মেরামত করার ইচ্ছা করে। বরকতময় কাজে সব গোত্র অংশ নেয়। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে গোত্রসমূহের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত কওমের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসার পন্থা বের করেন। তা হলো যে ব্যক্তি আগামীকাল ভোরে সর্বপ্রথম এ মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে ওই ব্যক্তি মীমাংসা দেবেন এবং তাঁর এই মীমাংসা খোদায়ি সিদ্ধান্ত মনে করে সবাই মেনে নেবে।

আল্লাহর কী অপূর্ব মহিমা!

সর্বপ্রথম মহানবী সা. সেই দরজা দিয়ে বাইতুল্লায় প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখেই এক বাক্যে সবাই বলে উঠল–ইনি আমাদের আল আমিন। আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নেব। রাসুলুল্লাহ সা. তখন এমন অভিজ্ঞতাপূর্ণ ফায়সালা করলেন যে সবার দিল খুশিতে টইটম্বুর হয়ে গেল। তিনি একটি চাদর নিজ হাতে বিছিয়ে তাতে হাজরে আসওয়াদ রেখে দিলেন এবং হুকুম দিলেন যে প্রত্যেক গোত্রের মনোনীত ব্যক্তিরা চাদরের একেক কোণ ধরে নিয়ে চলো, তারা তা-ই করল। তখন রাসুলুল্লাহ সা. চাদর থেকে পাথরখানা নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে গেল। (সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/১০৫)

হাজরে আসওয়াদের ফজিলত

যুগে যুগে পাথর সবার কাছে প্রিয় ছিল। রাসুলুল্লাহ সা. ও সাহাবায়ে কিরাম পাথরটিতে গুরুত্বের সঙ্গে চুমু দিয়েছেন। ওমর রা. থেকে বর্ণিত যে তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বলেন, আমি অবশ্যই জানি যে তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারো না। নবী করিম সা.-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। (বুখারি, হাদিস : ১৫০২)

ঐতিহাসিক এই পাথরে চুমু দেওয়ার ফজিলত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, এই দুটি রোকন (হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি) স্পর্শ করা সব গুনাহ মুছে দেয়।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৯৫৯)

কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হবে। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উত্থিত করবেন। তার দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহ্বা বা মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে সততার সঙ্গে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। (তিরমিজি, হাদিস : ৯৬১; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৯৪৪)

মহান আল্লাহ আমাদের এই জান্নাতি পাথরের স্পর্শে বারবার যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

মদিনায় নবী করিম সা. যেভাবে প্রথম ঈদ উদযাপন করেছেন

বিশেষ প্রতিবেদন

মদিনায় রসুল সা.-এর হিজরতের পর দ্বিতীয় হিজরি মোতাবেক ৬২৪ সালে ৩০ বা ৩১ মার্চ মুসলমানরা প্রথম ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন। মহানবি সা.-এর সঙ্গে এ আনন্দের দিন কাটাতে পেরে মুসলিমরা ছিল সবচেয়ে বেশি খুশি। রসুল সা. মদিনার ঈদের দিন ছোট-বড় সবার আনন্দের প্রতি খেয়াল করতেন। সবার আনন্দে ছিলো রসুল সা.। মদিনার ছোট ছোট শিশু-কিশোরের সঙ্গে মহানবী সা. আনন্দ করতেন। শরিয়তে নিষেধ নয়, এমন সব আনন্দ করার অনুমতি দিতেন তিনি। বালিকা বয়সী আয়েশা রা.-এর মনের বাসনাও রসুল সা. পূরণ করতেন। মদিনার ইতিহাসে একটি আলোকোজ্জ্বল দিন ছিল প্রথম ঈদের দিন। ঈদের দিন সকাল বেলায় গোটা মদিনা জুড়ে আনন্দ আর খুশির জোয়ার দেখা যাচ্ছিল। আর এসব কিছুই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে। মদিনার প্রত্যেকেই ঈদ উৎসবে নিজ নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করছিল। তারা সবাই চাইত তাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠান সম্পর্কে যেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা ও সম্মানের খাতিরেই তারা এসব করেছিল।

মহানবী সা. ঈদের দিনে গোসল করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে উত্তম পোশাক পরতেন।

ঈদের দিনের এক স্মৃতি সম্পর্কে হজরত আয়েশা রা. বলেন, ঈদের দিন আবিসিনিয়ার কিছু লোক লাঠি নিয়ে খেলা করছিল। মহানবি সা. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! তুমি কি লাঠিখেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন আমাকে তার পেছনে দাঁড় করান, আমি আমার গাল তার গালের ওপর রেখে লাঠিখেলা দেখতে লাগলাম। তিনি তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, হে বনি আরফেদা! লাঠি শক্ত করে ধরো। আমি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তিনি তখন বলেন, তোমার দেখা হয়েছে? আমি বললাম, জ্বি না। এরপরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়শা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত খেলা দেখান।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. ঈদের দিনের আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন ‘রসুলুল্লাহ সা. ঈদের দিন আমার ঘরে আগমন করলেন। তখন আমার নিকট দুটি ছোট মেয়ে গান গাচ্ছিলো। বুয়াস যুদ্ধের বীরদের স্মরণে। তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। ইতোমধ্যে আবু বকর রা. ঘরে প্রবেশ করে এই বলে আমাকে ধমকাতে লাগলেন, নবীজির ঘরে শয়তানের বাঁশি? রসুলুল্লাহ সা. তার কথা শুনে বললেন, ‘মেয়ে দুটিকে গাইতে দাও হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে, আর এটি আমাদের ঈদের দিন’ (বুখারি ৯৫২)।

একবার ঈদের দিন মহানবি সা. রাস্তার পাশে একটি ছেলেকে কাঁদতে দেখে তার কাছে যান। ছেলেটি বলল, তার মা ও বাবা কেউই নেই। মহানবি সা. ছেলেটিকে নিজের ঘরে এনে বলেন, আমি তোমার পিতা আর আয়েশা তোমার মা, ফাতেমা তোমার বোন আর হাসান-হোসাইন তোমার খেলার সাথী।

ক্রামারিচের জন্মদিনের গোলেও জিততে পারল না ক্রোয়েশিয়া

আপনজন ডেস্ক: স্পেনের কাছে প্রথম ম্যাচেই ৩-০ গোলে হেরে সুতোয় ঝুলছিল ক্রোয়েশিয়ার শেষ ষোলোর ভাগ্য। আলবেনিয়ার বিপক্ষে আজ ১১ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ার পর অনেকেই গ্রুপপর্ব থেকেই লুকা মদরিচদের বিদায়ের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলেন।
তবে ২ মিনিটের এক ক্যামিওতে আপাতত সেই শঙ্কা দূর করেছে ক্রোয়েশিয়া। ৭৪ থেকে ৭৬–এই দুই মিনিটের ২ গোলে জয়ের আশা জাগিয়েও অবশ্য জিততে পারেনি তারা। আলবেনিয়ার সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে অবশ্য বাঁচিয়ে রেখেছে শেষ ষোলোর আশা।
ইতালির বিপক্ষেও আগে গোল পেয়েছিল আলবেনিয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই গোল ধরে রাখতে পারেনি। ১ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার পর ১১ ও ১৬ মিনিটে ২ গোল খেয়ে হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাদের।
ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আজ অবশ্য হারেনি আলবেনিয়া, লিডটাও ৭১ মিনিট পর্যন্ত ধরে রেখেছিল তারা। প্রথমার্ধেই অবশ্য ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত তারা। কিন্তু সহজ দুটি গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় আলবেনিয়ার ফরোয়ার্ডরা। তাই ১১ মিনিটে কাজিম লাচির গোলটিই প্রথমার্ধে হয়ে থাকে তাদের একমাত্র। ৭২ মিনিটে ক্রোয়েশিয়াকে সমতায় ফেরান আন্দ্রেই ক্রামারিচ। আজ ছিল তাঁর জন্মদিন। জন্মদিনে করা এই গোলে ছোট্ট একটা তালিকায় নিজের নামটা লিখিয়ে নিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার ফরোয়ার্ড। ইউরোর মূলপর্বে নিজের জন্মদিনে গোল করা তৃতীয় খেলোয়াড় হয়ে গেছেন তিনি। এর আগে এই কীর্তি গড়েছেন ফ্রান্সের জ্যঁ ফ্রাঁসোয়া ডোমার্গ (১৯৮৪ ইউরো) ও নেদারল্যান্ডসের ওয়েসলি স্নাইডার (২০০৮ ইউরো)।
২ মিনিট পরই আলবেনিয়ার ক্লাউস গিয়াসুলার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। এরপর মনে হচ্ছিল মদরিচরাই হয়তো ম্যাচটি জিততে যাচ্ছেন। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল জয়ের ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে নেওয়া ক্রোয়াটদের জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। কারণ, একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছিল তারা।
কিন্তু আত্মঘাতী গোল করা গিয়াসুলার যে শাপমোচনের ব্যাপার ছিল। যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে সেটাই করলেন তিনি। বক্সের ভেতর থেকে দুর্দান্ত এক শটে আলবেনিয়াকে সমতায় ফেরান গিয়াসুলা। 'বি' গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোতে ওঠার লড়াইটাও তাই হয়ে গেল উন্মুক্ত। নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে স্পেন। ১ ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় দ্বিতীয় স্থানে ইতালি। ২ ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে আলবেনিয়া আছে তৃতীয় স্থানে আর গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে ক্রোয়েশিয়ার অবস্থান চারে। গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচটা ক্রোয়েশিয়া খেলবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইতালির বিপক্ষে আর আলবেনিয়ার প্রতিপক্ষ স্পেন।

এমবাপ্পের নাকের অস্ত্রোপচার করাতে হবে, বললেন ফ্রান্সের কোচ দেশম

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তাঁর খেলা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। সম্ভাবনা আছে এবারের ইউরো থেকেই ছিটকে যাওয়ার। শেষ পর্যন্ত কিলিয়ান এমবাপ্পের ভাগ্যে কী লেখা আছে, সেটা জানা যাবে আজ আরও কিছু ডাক্তারি পরীক্ষার পর। তবে এর আগে এমবাপ্পের নাকের চোট নিয়ে সর্বশেষ খবর দিয়েছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম।
ডুসেলডর্ফে গত পরশু রাতে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে ৯০ মিনিটে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে নাকে চোট পান এমবাপ্পে। সেই সময় তাঁর নাক দিয়ে রক্তও ঝরছিল। ফ্রান্সের কোচ দেশম তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেন। পরে ডুসেলডর্ফের একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর জানা যায়, এমবাপ্পের নাক ভেঙে গেছে।
নাক ভাঙলেও এমবাপ্পের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছিলেন ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো। ফেডারেশন থেকে বলা হয়েছিল, মাস্ক পরে মাঠে নামবেন এই তারকা স্ট্রাইকার। কিন্তু ফ্রান্সের কোচ দেশম আজ ফেডারেশনের মিডিয়ায় বলেছেন, এমবাপ্পের নাকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে।
দেশমের এমন ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে–তাহলে কি এবারের ইউরোয় আর খেলতে পারবেন না এমবাপ্পে? দেশম অবশ্য এ বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেননি, 'বুধবার (আজ) আরও পরীক্ষা করে দেখা হবে ওর অবস্থা কী। এটা দলের জন্য বড় হতাশার বিষয় ছিল। চিকিৎসক দল ওর সমস্যার সমাধান করতে সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে।'
দেশম এরপর যোগ করেন, 'এখন যদি ওর অস্ত্রোপচার না-ও হয়, পরে করাতে হবেই। আজ সকাল থেকে অবস্থা কিছুটা ভালো। তাই আমরা দেখব, কী হয়। আমরা প্রতিদিনই ওর অবস্থা খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করব।'

ইউরো কাপে শেষ মুহূর্তের গোলে নাটকীয় জয় পর্তুগালের

আপনজন ডেস্ক: পর্তুগাল ২ : ১ চেক
ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর ষষ্ঠ ইউরো অভিযান জয় দিয়েই শুরু হলো। জয় দিয়েই শুরু হওয়ার কথা ছিল অবশ্য। চেক প্রজাতন্ত্রের (এখন অবশ্য 'চেকিয়া' নামে পরিচিত) বিপক্ষে এই ম্যাচে পর্তুগালই ফেবারিট ছিল। শুধু এই ম্যাচে নয়, এবারের ইউরোতেই পর্তুগালকে শিরোপার বড় দাবিদার মনে করা হচ্ছে। অধিনায়ক রোনাল্ডো নিজেও বলেছেন, শিরোপা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না তাঁরা।
সেই রোনাল্ডোর দল লাইপজিগে আজ চেক প্রজাতন্ত্রকে হারাল ২-১ গোলে। তবে এই জয়ে পর্তুগাল মনে হয় না খুব একটা আত্মতৃপ্তি পাবে। ম্যাচে আগে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল পর্তুগাল, তারপর সেই গোল শোধ করলেও একটা দীর্ঘ সময় মনে হচ্ছিল এই ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্টের বেশি পাবে না তারা। তবে যোগ হওয়া সময়ে ফ্রান্সিসকো কনসেইসাওয়ের গোলে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডোরা।
বাছাইপর্বের সবগুলো ম্যাচ জিতে ইউরোতে খেলছে পর্তুগাল। খুব স্বাভাবিকভাবেই দলটাকে নিয়ে এবার সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। হতে পারে এটা রোনাল্ডোর শেষ ইউরো। শেষটা নিশ্চয়ই রাঙ্গিয়ে যেতে চাইবেন তিনিও। তবে প্রথম ম্যাচে রোনাল্ডো বা পর্তুগাল, মন ভরানোর মতো খেলতে পারেনি কেউ।
চেক প্রজাতন্ত্র অবশ্য ম্যাচের বেশিরভাগ সময়ই নিজেদের অর্ধে রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। সেই কাজটা তারা করেছেও বেশ ভালোভাবে। বরং ৬২ মিনিটে লুকাস প্রোভডের দারুণ এক শটে তারা পর্তুগালকে স্তব্ধ করে দেয়, এগিয়ে যায় ১-০ গোলে।
চেকের উচ্ছ্বাস অবশ্য খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মিনিট সাতেক পরেই পর্তুগালের নুনো মেন্ডেসের হেড ঝাপিয়ে পড়ে ঠেকান চেক গোলরক্ষক জিন্দ্রিচ স্টানেক। তবে বলটা নিজের নিয়ন্ত্রনে নিতে পারেননি তিনি।সামনে থাকা চেক ডিফেন্ডার রবিন হ্রানাচের গায়ে লেগে বল ঢুকে যায় চেকের জালেই।
নির্ধারিত ৯০ মিনিটের শেষ দিকে দিয়েগো জোতার চেকের জালে বল পাঠালেও রোনাল্ডো অফসাইড থাকায় বাতিল হয়ে যায় সেই গোল। তারপর যোগ হওয়া সময়ে কনসেইসাওয়ের সেই গোল।
এদিন খেলতে নেমেই ইউরর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হয়ে গেছেন ৪১ বছর ১১৩ দিন বয়সী পেপে।
তুরস্ক ৩ : ১ জর্জিয়া
এদিকে দিনের অন্য এক ম্যাচে প্রথমবারের মতো ইউরো খেলতে আসা জর্জিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তুরস্ক। ষষ্ঠবারের মতো ইউরো খেলতে আসা তুরস্ক এই প্রথম নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেল।

রোহিতের খেলার ধরন অনুকরণের পরামর্শ কোহলিকে

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ শুরুর আগে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে বিরাট কোহলির ইনিংস ওপেন করা উচিত কি না–এটা নিয়ে শুধু ভারতের সাবেক ক্রিকেটাররাই নন, রিকি পন্টিং-ম্যাথু হেইডেনরাও অংশ নিয়েছিলেন আলোচনায়।
বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ভারতের তিন ম্যাচেই রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেনিংয়ে নেমেছেন কোহলি। কিন্তু ওপেনার হিসেবে এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ তিনি। ৩ ম্যাচে করেছেন ৫ রান (১, ৪ ও ০)। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে এবং দলের জন্য ভালো কিছু করতে ভারতের এই দলের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানকে পরামর্শ দিয়েছেন দেশটির সাবেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দীপ দাসগুপ্ত।
কোহলির প্রতি দীপের পরামর্শ একটাই–রোহিতের খেলার ধরনটা কপি করা! সেটা কীভাবে, সেই ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। রোহিতও যে এখন পর্যন্ত এই বিশ্বকাপে খুব ধারাবাহিক, তা নয়। একটি ফিফটিসহ ৩ ম্যাচে তাঁর রান ৬৮ (৫২*, ১৩ ও ৩)। অবশ্য ভারত গ্রুপ পর্বে তাদের তিনটি ম্যাচই খেলেছে নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের কঠিন পিচে।
রোহিতের যে বিষয়টি দীপ কোহলিকে অনুকরণ করতে বলেছেন, সেটা তাঁর পুরোনো কিছু ইনিংস থেকে। এই যেমন ওপেনিংয়ে নেমে ২০ বলে ৩০ রান ধরনে ইনিংস খেলার বিষয়ে কোহলিকে পরামর্শ দিয়েছেন বর্তমানে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করা দীপ।
কোহলিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, 'আমরা রান নিয়ে কথা বলছি, যেটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন ওপেন করবেন, বিশেষ করে এই সংস্করণে, তখন ইমপ্যাক্ট গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ৩০ রান করতে পারেন, কিন্তু সেই ৩০ রান যদি ২০ বলে আসে, এটা ৪৫ বলে ৫০ রানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইমপ্যাক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ।'
তিনি এরপর যোগ করেন, 'আপনি যদি রোহিতকে উদাহরণ হিসেবে নেন, সে হয়তো গত এক থেকে দেড় বছরে বড় রান করেনি, কিন্তু প্রতিটি ইনিংসেই গতি দিয়েছে। ১৫ বলে ২০-২৫ রান খারাপ ইনিংস নয়। সে যদি ফিফটি বা সেঞ্চুরি করে, তাহলে খুব ভালো। কিন্তু সে যদি ১৫ বলে ২৫ রানের অবদান রাখে, সেটাকেও ভালো বলতে হবে।'

ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা জয়নগরে

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন ডেস্ক: ঐতিহ্যবাহী ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার তিলপি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় খবর বারুইপুর,জয়নগর, কুলতলী, গোসাবা, রায়দীঘি, ক্যানিং, বাসন্তী, কুলপি সহ এলাকা থেকে। প্রায় ৪৭ টি ঘোড়া নিয়ে খেলা দেখতে তাদের নিজের নিজের ঘোড়া নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেন। এ, বি, সি, এই তিনটি গ্রুপ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের খেলা শেষে ১,২,৩, স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

নামিবিয়া: অঘটন ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়

আপনজন ডেস্ক: ২০০৩ বিশ্বকাপ। এরপর ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। মাঝের সময়টা বিশ্ব ক্রিকেটে একরকম বিস্মৃতই ছিল নামিবিয়া। আফ্রিকান দেশটির পুনরুত্থান ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়েই। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে এসেই চমকে দিয়েছিল দলটি, প্রথম পর্ব পেরিয়ে গিয়েছিল সুপার টুয়েলভে। ২০২২ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে আরেকটি অঘটনের জন্ম দিলেও অবশ্য পরের পর্ব পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। তবে নামিবিয়া আছে এবারও। বাছাইপর্বে আফ্রিকান অঞ্চলে জিম্বাবুয়ে, কেনিয়ার মতো দলকে পাত্তা না দিয়ে শীর্ষে থেকেই টিকিট কেটেছে বিশ্বকাপের। আইসিসি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের দিক দিয়ে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার পর আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে দাপট তাদেরই। সাম্প্রতিক সময়ে পারফরম্যান্সটা অবশ্য একটু ওঠানামা করছে তাদের।
বাছাইপর্বের পর আফ্রিকান গেমসের ফাইনালে হেরেছে জিম্বাবুয়ের ইমার্জিং দলের কাছে, নেপালে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠতে পারেনি, আবার ওমানকে হারিয়েছে ৫ ম্যাচের সিরিজে। নেপালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দেওয়া ইয়ান নিকোল লফটি-ইটনকে আবার শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হয়নি।
এর বাইরে দল নির্বাচনে নামিবিয়ার নির্বাচকেরা খুব ধারাবাহিক, ২০২১ সালে সুপার টুয়েলভে যাওয়া দলের ৯ জন আছেন এবারও। গেরহার্ড এরাসমাসের নেতৃত্বে আছেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ডেভিড ভিসা, বাঁহাতি পেসার রুবেন ট্রাম্পেলমান। স্কটল্যান্ড, ওমান–নিশ্চিতভাবেই গ্রুপ পর্বে নামিবিয়ার প্রথম লক্ষ্য এ দুটি ম্যাচ। গ্রুপে বাকি দুটি দলের নাম হতে পারে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু অঘটন ব্যাপারটি তো নামিবিয়ানদের জন্য মোটেও নতুন নয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই সেটি করে দেখিয়েছে তারা।

স্কোয়াড

গেরহার্ড এরাসমাস
অধিনায়ক, অলরাউন্ডার
ডেভিড ভিসা
অলরাউন্ডার
রুবেন ট্রাম্পেলমান
বাঁহাতি পেসার
জেইন গ্রিন
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
মাইকেল ফন লিনগেন
বোলিং অলরাউন্ডার
ডিলান লাইশার
ব্যাটসম্যান
জ্যাক ব্রাসেল
পেসার
তেনজেনি লুঙ্গামেনি
বাঁহাতি পেসার
নিকো ডাভিন
ব্যাটসম্যান
জেজে স্মিট
বোলিং অলরাউন্ডার
ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক
অলরাউন্ডার
জেপি কোটজে
ব্যাটসম্যান
বার্নার্ড শোলৎজ
বাঁহাতি স্পিনার
ম্যালান ক্রুগার
ব্যাটসম্যান
পিডি ব্লিগনট
বাঁহাতি স্পিনার
বেন শিকোঙ্গো
পেসার

ইংলিশ ক্রিকেটারদের মেসেজ পেয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল

আপনজন ডেস্ক: স্কটল্যান্ডের সঙ্গে নিজেদের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচের আগে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মেসেজ পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এ ম্যাচের ফলের ওপর নির্ভর করছিল ইংল্যান্ডের সুপার এইটে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ইংল্যান্ডকে সুপার এইটে নিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।
সুপার এইটে যেতে ইংল্যান্ডের শুধু নামিবিয়াকে হারালেই চলত না, ওদিকে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার জয়ও দরকার ছিল। অ্যান্টিগায় বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে নামিবিয়াকে হারিয়ে অপেক্ষায় ছিল ইংলিশরা। অবশ্য এ ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউড বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের বিদায় অস্ট্রেলিয়া এবং বাকি সব দলের জন্যই ভালো। ইংলিশদের বিদায় করে দিতে অস্ট্রেলিয়া ইচ্ছা করে স্কটিশদের একটু ছাড় দেওয়ার কথা ভাবছে কি না, এমন আলোচনাও ওঠে।
সম্প্রতি ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট শোতে ম্যাক্সওয়েলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইংলিশ কোনো খেলোয়াড়ের কাছ থেকে কোনো মেসেজ পেয়েছিলেন কি না। জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, কয়েকটি মেসেজ পেয়েছি এর-ওর কাছ থেকে। ব্যাপারটি বেশ মজার হয়ে উঠেছিল। মাঠে তো অনেক কথাও হয়েছে (আমাদের মধ্যে), "আমরা কি আসলেই এটি করছি? আসলেই ইংল্যান্ডকে উঠতে দিচ্ছি?"'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**